আমার জীবনে যাঁরা সাড়া নিয়ে এলো—তাঁদের উদ্দেশে

কতো আশা কতো স্বপ্ন নিয়ে "নতুন পৃথিবীর জন্যে" আমার এতো আকাংখার এতোটুকু আয়োজন। আমার স্বপ্ন ও সাধনার পথে কতো জনের কতো রকম প্রেরণা ও প্রীতি পেয়েছি তা' উল্লেখ কর্‌তে গিয়ে একান্ত অনিচ্ছাকৃত ভাবে অপ্রস্তুত। এতো প্রীতি ও সহৃদয়তা পেয়েছি এতো সজ্জনের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেছি তা' লিখে বা প্রশংসা করে প্রকাশের এতোটুকুও অবকাশ নেই। এজন্যে সবাইকে স্মরণ করে স্বীকৃতি জানাচ্ছি।

এতো কিছুর পরেও আমাকে অসম্ভব রকম সংগ্রাম কর্‌তে হ'য়েছে "নতুন পৃথিবীর জন্যে"। কতো রকম অসুবিধা কতো রকম সংকটের সম্মুখীন হ'য়েছি। তবুও, এগিয়ে চলেছি। আমার ক্ষুদ্র শক্তি এজন্যে নিয়োগ করেছি। একটি উৎস থেকে আমার এ ঝড়ের দিনে "নতুন পৃথিবীর জন্যে" এগিয়ে চলার পথে সাড়া ও শক্তি পেয়েছি।

—জুলফিকার

সংঘাত

যদি কোনো এক বিদ্যুৎ-চম্‌কানো দিনে
ক্ষণিকের তরে ভয় পেয়ে থাকো প্রিয় :
যদি কোনো এক ঘুম-ভাঙা রাতে স্মরণ করে থাকো মোরে
যদি কোনো এক চৈতি-রাতে জোছ্‌না-জোয়ারে
একাকি ভেসে গিয়ে থাকো :
যদি কোনো এক ফাগুনের নিঝুম্‌ দুপুরে
বিরহী কোয়েলার কুহুকুহু তানে চঞ্চল হ'য়ে থাকো

সেদিনের কথা ক্ষমিও প্রিয়
পারিনি রাখিতে তোমার হাতে হাত
এগুতে পারিনি নিয়ে
এ জীবনের হাজারো সংঘাত
যদি সেদিনের কথা স্মরণ ক'রে
নিদারুণ আঘাত হানো
যদি সেদিনের অক্ষমতা মনে রেখে থাকো :
তা' হ'লে ভুলে যেও : ভুলে যেও প্রিয় :
মরুর দেশের তীরে
কোনো এক সৈনিকের সংগ্রামী জীবনের
বিস্মরণীয় কথা স্মরণ করে !!

হিজলা, বরিশাল। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ৫৭

নতুন দিনের উদ্দেশে

হে মানুষ ! হে পৃথিবী !
কতো সোনার স্বপন দেখেছি
কতো সোনার ফসল বুনেছি
কতো আলো-ঝল্‌মল্‌ দিনের কথা ভেবেছি ঃ

যদি কোনো এক নতুন সূর্যের উদয় হয়
যদি কোনো নতুন মানুষেরা এ ধরায় দেখা দেয়
যদি কোনো এক নতুন পৃথিবী আলিংগনের অবকাশ পায় ঃ

সেদিন বেদনাহত হৃদয় আমার নাচ্‌বে আর গাইবে
সেদিন ভেঙে-যাওয়া-বীণায় আবার নতুন সুর বাজ্‌বে ঃ

সেদিনের যাত্রী হে মানুষেরা !
সেদিনের অভিযাত্রী হে পথচারীরা !

নতুন দিনের পদধ্বনির ইংগিত ঐ শোনা যায়
চির বসন্তের দেঁশে ঃ চির তারুণ্যের বেশে
দিগন্ত বলাকারা মানবতার জয়-গান গায় !!

হিজলা, বরিশাল। ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ৫৭

নিঃসংগ দিনেরা

হে মোর স্বপ্ন!
হে মোর নিঃসংগ দিনেরা!
জীবনের কোনো এক ছেঁড়া পাতায় রক্ত নিংড়ানো
কোনো বিষাক্ত দিনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে
ইতিহাস-বিস্মৃত কোনো বিধ্বস্ত দিনের করুণ কথা
বিদ্যুৎ-বেগে আকাশ ভেঙে যাওয়া ঝড়ের রাতের দুর্যোগের কাতরতা
হাজারো সংঘাত আর স্বপনের কষাঘাতে যে জীবন ক্ষত-বিক্ষত
রক্তাক্ত পৃথিবীর রক্তের স্রোতে ভেসে যাওয়া যে মানুষের মুমূর্ষু মিছিল ঃ

যে মানুষেরা অমানুষিক অত্যাচারে উৎপীড়িত
যে মানুষেরা মর্মান্তিক্ আঘাতে জর্জরিত
যে মানুষের জীবন শুধু দুঃখের পারাবার
যে মানুষ হ'য়েছে আজ শকুনির জঘন্য শিকার ঃ

তারা কি দেখ্‌বে না নতুন তারার বন্দর?
তারা কি পাবে না জীবনের আনন্দ-কোলাহল?
তাদের জীবনে আস্‌বে না কি বসন্তের মহুয়া-মধুর হাওয়া?
তাদের পৃথিবীতে জোছ্‌না-জোয়ারে হবে না কি আলো-ঝল্‌মল্?
কাজ আর আনন্দের মৌসুমীতে আস্‌বে না কি এক নতুন দিনের ঢল?

আমার পৃথিবীতে আন্‌ব আমি সেই নতুন দিনের যৌবন-জল
জীবনের জয়-ধ্বনিতে মানুষেরা টল্‌মল্ ঃ আনন্দের উচ্ছলে জীবন ঝল্‌মল্ ‖

হিজলা, বরিশাল। ১৩ই অগ্রহায়ণ, ৫৭

কোনো দুর্দিনের যাত্রীর উদ্দেশে

দুর্দিনের বোঝা টেনে টেনে আমার সমস্ত আশা অনির্দিষ্টের পথে যদি চুরমার হ'য়ে থাকে ঃ
কোনো মধুর মূরতির আলো-ঝল্‌মল্‌ আগুনের ঝলক্‌ একান্তভাবে
আমার মনের গহন বনে যদি দহন জ্বালিয়ে থাকে ঃ
কোনো এক ভোরের পাখীর কুজন-ধ্বনি আজ যদি শকুনি পাখার ঝঞ্ঝা হ'য়ে থাকে ঃ
আমার আশার সাবলীল আকাশ্‌ থেকে হঠাৎ বিদ্যুৎ মেঘে
যদি চলার পথে ভীরু কম্পনে তোল্‌পাড় করে থাকে ঃ
আর অনেক দিনের এতো করে ফণি-মনসার মাথায় পুঁজি করা মূলধন
যদি কপটের ছলনায় নিঃশেষ হ'য়ে থাকে ঃ

তা' হ'লে—
হে মোর উন্মাদ মন!
হে মোর বিদ্রোহী মস্তিষ্ক!
হে মোর সৈনিক বাহু!
তোমরা আমাকে আগুনের চাবুক হানো ঃ
তোমরা আমাকে মমীর দেশে নীল নদের উপকূলে নিয়ে চলো ঃ
তোমরা আমাকে পঙ্খী-রাজের সওয়ার করো ঃ
আর আমার জীবন-নদের তরংগ তুফানে
একটি ময়ুর-পঙ্খী জাহাজের জয়যাত্রার পথে হাতে হাল তুলে দাও ঃ
আর আমার আশার অসীম আকাশের তারারা
তোমরা আমাকে এক নতুন বন্দরের নির্দেশ দাও ঃ
তোমরা আমাকে রাত্রি-শেষের দেশে নব-উষার আলো দেখাও ঃ
হে দিগন্ত পথের তারারা!
তোমরা আমার ঝড়ের-রাতের সাথী হও ঃ

হিজলা, বরিশাল। ২৬শে মাঘ, ৫৭

হে দিন হে রাতেরা

হে মোর মেঘ-ভাঙা দিনের তির্যক সূর্যের ঝিক্‌মিক্ রোদেরা !
হে মোর ঘুম-ভাঙা ঝড়ের রাতের মিট্‌মিট্ আঁখি-তারারা !
মেঘ-ভাঙা রোদের খরস্রোতে সকল চাওয়া আজ নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়ে
বিদ্রূপের কষাঘাতে যে জীবন চূর্ণ বিচূর্ণ :
ঘুম-ভাঙা রাতে একাকি উন্মাদ মনে অশান্ত মুহূর্তে মর্মান্তিক্ নিষ্পেষণে যে জীবন মুমূর্ষ :
দিনান্তে সূর্য ডুবুডুবু ক্ষণে কোনো নতুন উদয়-তারার আকাংখায় যে জীবন ক্ষত বিক্ষত :
যে জীবনের অকাল মৃত্যুর কথা হঠাৎ যুদ্ধ ঘোষণার মতো অকস্মাৎ ঘটনা :
যে জীবন যুদ্ধের মরু-দেশে অসংখ্য পদাতিকের অসহায় ছুটাছুটি
যে জীবনের পরাজয় কোনো যুদ্ধে পরাজিত রাজ্যহারা রাষ্ট্র নায়কের মতো :
এম্‌নি এক করুণ ভবিষ্যৎ স্মরণ করে
এম্‌নি এক পরাজিত অপমানের অসহ্য আঘাত বুকে বেঁধে
আজ যদি নিথর স্তব্ধ আগ্নেয় গিরি থেকে বিচ্ছুরিত আগুন আর লাভায়
সব জঞ্জাল জ্বলে যায় পুড়ে যায় :
আর ধ্বংস বন্যা হানা দেয় :
আর এক অজানা ভবিষ্যৎ ইতিহাস যদি অভিশপ্ত জীবনে কলংক রটায়
আর এক নিরুপায় জীবন যদি মৃত্যুকে সোনার আসন পেতে দেয় :
সেটা কি জীবনের পরাজয় ?
সেটা কি যুদ্ধ জয় নয় ?
সেটা কি মানুষের অদম্য কামনার জ্বলন্ত কাব্য নয় ?
তারপর—
আর এক নতুন সূর্যের রশ্মি-লাল আভায়
সূর্যমুখী ফুলেরা যদি ফোটার অবকাশ পায় :
আর এক মৌসুমী হাওয়ায় রিক্ত জীবনে হারিয়ে যাওয়া দিনে
যদি বসন্তের স্পন্দন জাগায় :
সাম্য-মৈত্রী-শান্তির জয়গানে কোনো এক বিদ্রোহীর মহাকাব্য যদি অমর গীতি গায় :
কোনো এক বহু আকাংখিত সোনালী দিনের রোদেরা
যদি মানুষের জীবনে শিহরণ এনে দেয় :

কোনো এক স্বপ্নের জোছ্‌না-ঢালা স্নিগ্ধ সুন্দর রাতের ঝল্‌মল্‌ আঁখি-তারারা
যদি আনন্দের দোলায় রঙীন প্রদীপ জ্বালায় ঃ
আর একটি অদৃশ্য বীরবাহু যদি সমস্ত শক্তি নিয়ে
আকাশ নাবিকের মতো উন্নত-শিরে নিশান ওড়াতে সুযোগ পায়
আমার দুর্জয় আশার চলার পথে অনেক বাধার বিন্ধ্যাচলকে চুরমার করে
এতো নিরাশার মাঝে
এতো বেদনার কষাঘাতে
এতো পংকিল আবর্তের ঘুর্ণিপাকে
আজ্‌কে
হে মোর কামনা !
হে মোর দুরন্ত কামনা !
হে মোর অদৃশ্য শক্তি সেনারা !
হে মোর প্রচণ্ড আঘাতের মৃত্যু-পণ শপথের মন্ত্রেরা !
তোমরা
আমাকে
নতুন আলো ঃ নতুন জোছ্‌না ঃ
আর
নতুন জীবনের স্বাচ্ছন্দের স্বাক্ষরে ধন্য করো ঃ দুর্জয় করো ঃ
আর
আমাকে
আমার নিশান ওড়াতে বে-পর্‌ওয়া শক্তি দাও ঃ
আর
হে মানুষের মুক্তি সেনারা !
তোমরা আমার সালাম নাও
আর
শক্ত হাতের মুঠায় একটি নতুন পৃথিবীকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষমতা সৃষ্টি করো ঃ

ঢাকা, ৩০শে ফাল্গুন, ৫৭

কোনো ডানা-ভাঙা পাখীকে স্মরণ করে

আর এক স্পন্দন জাগে জীবনে আমার
আর এক স্মৃতি জাগে স্বপনের ডানায় করে ভর
আর এক চকিত চাহনি হানা দেয় হৃদয়ে আমার
আর এক চমক লাগায় কোনো বিরহী হিয়ার বিদ্যুতের ছটায়
আর এক অফুরন্ত হাসির ঝর্ণা থেকে অজস্র মুক্তা ঝরে যায় :
এতো গোপনের মাঝে
এতো ছলনার সংগোপন মনে
এতো বেদনার গুমোট বাঁধা বিরহে
তবু যেন অনেক কিছু জানাজানি আর হানাহানি করে :
এতো জনতার মাঝে দু'টি ছল্-করা চোখের বারতা সংবেদন বিরাজে।
ক্ষণিকের বিদ্যুৎ-ছটায় বিরহীর মরমী-মনের-বীণায় কতটুকুই বা ঝংকারের দোলা লাগায় :
আর যে জীবনের সন্ধি-পত্র ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় স্বাক্ষরিত
যে জীবনের ছন্দ-পতন এক ভবিষ্যৎ বংশধরের সুস্পষ্ট আবির্ভাবের নির্দেশ
যে জীবনের সবুজ পাতারা বৈশাখী হাওয়ায় ঝড়ো দিনে অনেকটা ব্যাহত
সে জীবন নিয়ে ফাগুনের সন্ধ্যা-সমীরণ কামনা করা অহেতুক মনস্কামনা কি নয় ?
তবু যদি কোনো ছন্দায়িত দিনে শ্রান্ত-ক্লান্ত জীবনের অবকাশ ক্ষণে
কোনো এক বনের হরিণীর ভীরু চাহনির নিবিড় ভাষায় এ জীবন তীরে যদি পুলক জাগায়
যদি কোনো এক মেঘ্‌লা-দিনে বিরহী ময়ূর নিদাঘ তিয়াষায় প্রেম-চঞ্চলা হ'য়ে
আপন-হারা হয় :
আর কোনো এক নিষিদ্ধ বাগানে অনেক ফুলের মধ্যে একটি ফুটন্ত ফুল
যদি একান্ত আল্‌গোছে আবেগ জাগায়
কোনো এক কাব্যিক মনে ঐ ফুলের সুরভি যদি সুগন্ধ ছড়ায়
আর গোপন প্রিয়ার ক্ষণিকের হাস্যে-লাস্যে যদি এ জীবনের শুক্‌নো পাতায় রঙ্‌ দিয়ে যায় :
তা' হ'লে—
হে মোর অজানা দিনের দিগন্ত বলাকা !
আমাকে শূন্য-লোকে নিয়ে চলো
তোমার ডানায় বিদ্যুতের বিপুল শক্তিতে তোল্‌পাড় করো :

ঢাকা, ৬ই চৈত্র, ৫৭

একটি বসন্ত রাতের জন্যে

আর এক স্বপ্নে-ভরা সোনালী দিনের প্রত্যাশায়
আর এক ছন্দান্বিত বসন্তের নবীন দোলায়
আর এক পাহাড়ী-ঝর্ণার স্নিগ্ধ রূপালী বন্যায়
আর এক বিরহী পাখীর নীল পালকের রঙীন ছটায়
জীবনের মরা-গাঙে দখিনা হাওয়ায় আজি ঢেউ খেলে যায়!

কোনো এক লগনে যদি এ জীবনের মরুভূমিতে ওয়েসিসের ছায়াপাত হয়ঃ
কোনো এক নীড়-হারা পাখী যদি আমার মনের গহন বনে আল্‌গোছে বাসা
বাঁধতে চায়ঃ

'তা'হ'লে—
হে মোর দিগন্ত প্রসারী মন!
হে মোর উচ্ছল আকাংখার স্বপ্ন!
হে মোর অজানা দিনের ভালোবাসা!
আর এক আশা-ভরা ভালোবাসা দিনের প্রতিষ্ঠায়
আর এক সোনালী সন্ধি-পত্রে জীবন স্বাক্ষরের কঠিন ভরসায়
আমার বিদ্রূপ-ভরা ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করোঃ উন্নত করোঃ
আর এ জীবনের ছাড়-পত্রে আমার জীবন-পথের সোনার হরিণীকে জীবন-মরণ করোঃ
হে আমার অজানা নির্মম নিয়তি!
তুমি আমার জানার পরিসরে ধরা দাওঃ সুপ্রসন্ন হওঃ উদার হওঃ আমার 'পরে।
আর আমার অনেক দিনের সংকুচিত দেহ-মনের তন্ত্রীরা
তোমরা আজ্‌কে এক নতুন উত্তেজনার আবেগে একাকার হওঃ
আমার জীবনের এতো উন্মন আকুতি আর অসোয়াস্তিকে
আর এক নতুন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন-বাসরে বহ্নি-বিদ্যুতের চমক লাগাও!

ঢাকা, ১২শে চৈত্র, ৫৭

হে বলাকা—আমার সাথী হও

যে জীবন আজ বাস্তবতার কঠোর কষাঘাতে অনেকটা বিচলিত
যে জীবনের দ্বার-দেশে কুটিল কেউটেরা আনাগোনা করে
যে জীবনের চলার পথে হিংস্র হায়নারা অভিযান করে
যে জীবন পথের আঁকাবাঁকা বাঁকে শ্বাপদেরা ভীড় করে
যে জীবন আকাশ কোণে ঈশানী মেঘ আর বিদ্যুতের তোল্‌পাড়।
এম্‌নি এক জীবন যুদ্ধের কোনো দুর্দিনের যাত্রীকে স্মরণ করে
কোনো এক আকাশ পথের কক্ষ-চ্যুত তারাকে স্মরণ করে
আজ যদি কোনো এক বিদীর্ণ হিয়ায় একটি অজানা আলোড়নের সৃষ্টি হয়
আর একটি বিজয়ী দিনের জন্যে যদি কোনো এক বীরবাহু সমস্ত শক্তি নিয়ে
প্রাণপণ হয়:
কোনো এক অজ্ঞাত জীবনের স্বপ্ন-ঘেরা এক রঙীন সৃষ্টি-সুখের একান্ত কামনায়
আজ্‌কের জংধরা মনে কোনো এক রং ধরা দিনের প্রতীক্ষায়
আমার প্রিয়ার প্রেম দিয়ে কোনো এক নতুন ইতিহাস রচনার প্রত্যাশায়
এ জীবন ও মন যদি কোনো এক উর্বর দেহ-তনুর রজনী গন্ধার সুরভিতে
সোৎসাহ হয়:
তা'হ'লে—
হে মোর আজ্‌কের দিনের দিগন্ত বলাকা।
তোমার বিরহী পাখার পালকে আমার ছন্দ-হারা জীবনে এক নবীন স্পন্দন জাগাও:
হে বলাকা।
আমাকে তোমার দিগন্ত পথে এক নতুন পুলকে আরো এগিয়ে নাও:
হে বিরহী বলাকা।
তুমি আমার নতুন জীবনে নবীন সাথী হও:
একটি নতুন পৃথিবীকে সৃষ্টির জন্যে তুমি আমার বাহুতে বিপুল শক্তি দাও
আর আমার স্বপ্ন ও সাধনার পথে জীবন-মরণ হও:

ঢাকা, ২৬শে চৈত্র, ৫৭

হে মানুষ হে সভ্যতা

কোনো এক বৈশাখী সন্ধ্যায় আগমনী দিনের অতৃপ্ত কামনায় তীরবিদ্ধ জীবনের তৃষায়
কোনো এক সংকল্প সমৃদ্ধ দিনের আশায় যে জীবন তীরে
একটি বিরহী পাখী আল্‌গোছে দোলা দিয়ে যায় :
যে জীবনের সম্বল সংলাপহীন অখ্যাত উপাখ্যানের মতো
যে জীবনের আশার রোশ্‌নাই অমাবস্যার অন্ধকারে সন্নত
যে জীবনের চঞ্চল বাতায়ন পথে দখিনা বাতাস বন্ধ্যা
যে জীবনের ছন্ন-ছাড়া ছবি গলিত শবের মতো ভয়ংকর বিসদৃশ :
যে মানুষের জীবন সনাক্ত-হীন সৃষ্টি-ছাড়া অপাংক্তেয় বলে কুখ্যাত
এ সব লাঞ্ছিত মানুষেরা যদি আর একটি অনুপম অধ্যায়ের বিজয়ী আশায়
এ সব অবাঞ্ছিত লোকেরা যদি সভ্যজগতের কাছে নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্যে
আস্পর্ধার পরিচয় দেয় :
আর কোনো এক বিদ্রূপাহত বামন যদি ক্ষ্যাপা আশা নিয়ে আকাশের চাঁদ হাতে চায় :
তা'হ'লে—
হে সভ্যতা !
হে মানুষের হাতে-গড়া সভ্যতা !
তোমার আবেষ্টনীর নাগপাশ আরো কঠোর করো :
আর তোমার মনের জাম-ধরা কপাট আরো শক্ত করো :
আর
হে সভ্যতা !
তোমার অলিন্দে যদি অকাম্য আগন্তুকের অনধিকার আনাগোনা হয়
তা'হ'লে—
তুমি নির্দয় হও : নৃশংস হও :
হে সভ্যতা !
কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে তোমার লোনা-ধরা সভ্যতার প্রাচীর যদি চৌচির হ'য়ে যায় :
কোনো এক নতুন দিনেরা যদি আলোর বান এনে দেয়
কোনো এক বিরহী পাখী যদি সোনার খাঁচা থেকে শিকল ছিঁড়ে পালায়
কোনো এক মুক্ত-জীবন আর মুক্ত-প্রাণ মানুষের প্রাচুর্যে যদি সোনালী অধ্যায়ের
ইতিহাস সৃষ্টি হয় :

কোনো এক স্বপ্ন-ভরা দিনেরা যদি স্বাগতম জানায়
সেদিন—
হে সভ্যতা।
হে মানুষের সভ্যতা!
যুগের বিজয়ী বাহুর কাছে তোমার গর্বোদ্ধত অহমিকা মিউজিয়'মে রক্ষিত
ফসিলের মতো ঃ
তুমি দর্শকের কৌতুকের কারবার মাত্র !!

ঢাকা, ২রা বৈশাখ, ৫৮

হে সূর্য হে জীবন

[নজরুল-কে]

কোনো এক নিমগ্ন দিনে
কোনো এক নিঃস্ব দেশের মাটি আর মানুষের জন্যে তুমি কেঁদেছিলে
তুমি অক্লান্তভাবে অন্যায় আর অসাম্যের আস্পর্ধাকে আঘাত হেনেছিলে
বিদ্রোহ করেছিলে :
একটি 'ধূমকেতু' হ'য়ে তুমি আকাশের বুকে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলে
এ মাটি আর মানুষের জন্যে আকাশ ভেঙে তুমি বিধাতার দুয়ারে হানা দিতে
প্রয়াস পেয়েছিলে :
কোনো এক বিদ্যুৎ-চম্‌কানো দিনে— বিদ্যুৎ-আলোকে নেয়ে
চন্দ্র-সূর্য-তারার দেশে তুমি বিজয় কেতন ওড়াতে চেয়েছিলে
আর উন্নত-শিরে ঘোষণা করেছিলে :
'আমি দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে' !
সে দিন তোমার প্রতি ছিল নাকো এ মাটি ও মানুষের এতটুকু দান
সে দিন তোমার বিপ্লবের পথে হয়নি আমাদের রক্তের টান
সেদিন তোমার জন্যে আমরা দেইনি মনুষ্যত্বের এতটুকু অবদান
সেদিন বিদ্রোহীর আগুনে আমাদের অন্তরে আনেনি কোনো নতুন দিনের আহ্বান :
সে দিন 'সৃষ্টি-সুখের-উল্লাসে' আমাদের দেহ-মনে আনেনি
কোনো এক অজানা দিনের শ্রাবণ-প্লাবন
সেদিন আমরা করিনি বন্ধু তোমার দেয়া নান্দী-পাঠ !
তবু যদি আজ এ দুর্যোগের ঘন-ঘটা ঈশানী ঝঞ্ঝার দিনে
তবু যদি হতভাগ্য মানুষের এ দুর্দিনের ঝড়-তুফানে
আর তোমার জীবন আকাশের অস্তপারে বিদায় লালিমা রেখার একটুখানি আগে
এ অকৃতজ্ঞ মাটি আর মানুষের বুকে যদি তোমার বেদনার কথা এতটুকু শিহরণ আনে :
তা' হ'লে—
তুমি কি ক্ষমিবে না ?
হে বিদ্রোহী !
হে রণ-ক্লান্ত বীর !
যে দেশের মানুষেরা চক্ষু মেলেনি আজো দেখিতে তোমার চির-উন্নত শির !

তবু তুমি যদি কোনো এক বিস্মৃত-প্রায় দিনে
পাগ্‌লা মনে
দামাল দীলে
মানুষের জীবনের জয়গান গেয়ে থাকো :
তবু তুমি যদি কোনো এক বৈশাখী দিনে
এ মাটি আর মানুষের বুকে শ্রাবণের প্লাবন বন্যা কামনা করে থাকো :
তুমি যদি তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে নির্যাতিত মানুষের জন্যে
আর এক সোনা-ভরা সুন্দর পৃথিবীর আকাংখা করে থাকো :
আর তোমার 'সোনার ছেলেদের' কাছে যদি 'তেত্রিশ কোটি' মানুষের মুক্ত-প্রাণ
আর মুক্ত-জীবন চেয়ে থাকো :

তা'হ'লে—
হে বিদ্রোহী !
সেদিন আর মানুষের জন্যে
তোমাকে
তোমার প্রার্থনাকে
আমরা চিরন্তন করে রাখ্‌তে চাই
এজন্যে
আজ আকাশ-ছোঁয়া শপথ নিতে চাই :
হে কবি !
তোমার আশার মশাল সাথে নিয়ে
তোমার বাঁকা বাঁশরী আর রণ-তূর্য হাতে নিয়ে
আমরা এক নতুন পৃথিবীকে পেতে চাই
আর সেখানে সর্বহারার শক্তি দিয়ে এক নতুন পৃথিবীতে জনতা-জীবনে প্রাচুর্য
প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাই :
হে দরদী !
হে বন্ধু আমার !
আমাদের এই ঝড়ের দিনে
তোমাকে সহস্র সালাম জানাই :
তোমার নিশান হাতে নিয়ে হাতে হাত রেখে
আর এক নতুন দিন নতুন মাটি
আর নতুন মানুষের পৃথিবীর জন্যে
আজ দুর্গম পথে জোর-কদম এগিয়ে যেতে চাই :

ঢাকা, ৯ই বৈশাখ, ৫৮

তোমার জন্যে

এ জীবনের বালুচরে কোনো এক বিরহী বলাকার ঝরা পালক দেখে দেখে
হয়তো আমি নিঃশেষ হ'য়ে যাবো :
কোনো এক সুদূর বলাকার ছেঁড়া-পালকের চিহ্ন দেখে দেখে
আমার চলার পথে হয়তো হঠাৎ অজানা বাঁকে হারিয়ে যাবো :
আমার শূন্য জীবনের নিশুতি রাতে কোনো অপরিচিতার অস্পষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো
প্রেতায়িত জীবেরা ক্রুর কুচক্রে সুসংবদ্ধ :
এ সংজ্ঞাহীন সৃষ্টি-ছাড়া দিনে
আজ যদি আমার জীবন
আমার যৌবন
কোনো অনির্দিষ্টের প্রতি উচ্ছৃঙ্খল ইংগিত করে থাকে :
আজ যদি আমার মন
আমার উন্মাদ মন
কোনো এক অবহেলিত দিনের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে থাকে :
তা' হ'লে—
হে মোর দিগন্ত হারা দিনেরা !
হে মোর দুর্যোগ দিনের মুহূর্তে'রা।
তোমরা আমাকে কোনো এক ক্লিওপেট্রার জন্যে
এক অচিন দেশে নীল সাগরের চক্রবালরেখা থেকে দূরে—বহু দূরে নিরুদ্দেশের
যাত্রী করো :
আমার এ জীবন ও মনকে এক নতুন আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত করো :
আর এ জীবনের স্পন্দনহীন ঝরা-পত্র শাখায় কোনো সবুজ দিনের জন্যে
একটি চঞ্চলা কোয়েলার কুহু-কুহু তানে নব বসন্তের আগমনীকে সার্থক করো :
আর
যে জীবনের কারাগারে অনেক আশা আজ বন্দী !
যে জীবনের কঠোর কষাঘাতে অনেক স্বপ্নেরা ব্যাহত !
যে জীবনের চলার পথে মাইল-পোষ্টগুলি নম্বর-হীন ভগ্ন !

সে জীবনের দুর্গম পথে
সে জীবনের বিষে-ধরা দিনে
কোনো এক সান্ত্রী যদি শত্রু শিবিরের সংকেত করে থাকে :
সে জীবন যদি মানুষের কাছ থেকে অপমৃত্যুর হাত হ'তে বাঁচার প্রয়াস পেয়ে থাকে
সে জীবন যদি পৌষের সোনা-ভরা শস্য ক্ষেত্রের সুখ-সমৃদ্ধি আকাংখা করে থাকে :
তা'হ'লে—
হে মোর দুরন্ত যৌবনের দুর্যোগ দিনের সাথীরা !
হে মোর ঘুম-ভাঙা ঝড়ের রাতের বিদ্যুৎ কন্যারা !
আমার জীবনের বৈশাখী ঝড়ো দিনে
তোমারা এক শরতের জোছ্না-ঢালা স্নিগ্ধ-সুন্দর রাতকে
আমার হাতের মুঠোয় এনে দাও :
আর এ জীবনের কম্পিত কালো রাতগুলিকে
এক নতুন চাঁদের জোছ্না-জোয়ারে পুলক-ভরা শিহরণে
এ মন ও জীবনকে উদ্দীপিত করো :

ঢাকা, ১৩ই বৈশাখ, ৫৮

অপঘাত মৃত্যু

[বরিশালের অস্তমিত বিপ্লবী তরুণ নেতা সামাদ-দা'র উদ্দেশে]

এদেশের জনতা যখন ক্লীবের মতো অন্ন-বস্ত্র ক্লিষ্ট জীবনে নির্জীব
এদেশের মানবতা যখন ধনিকের দুয়ারে অচ্ছুৎ জীবনে নানাভাবে নিদারুণ নাজেহাল
এদেশের মানুষ যখন অত্যাচারী দাম্ভিকের গলা ধাক্কায় জন-জীবনে অসহায়ভাবে
অবহেলিত :
এদেশের স্বনামধন্য মানুষেরা যখন বিলেতি পোষা কুকুরের মতো বিদেশীদের একান্ত
অনুগত :
এদেশের মানুষ যখন পরাধীনতার পিঁজরে শিকল বাঁধা অবাধ্য পাখীর মতো :
সেদিন—
তুমি জনতা সাগর মাঝে সামান্য তৃণ সম ভেসে ভেসে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে
এক অজানা দেশে
এক অদেখা সূর্যের উদয়কে আহ্বান জানিয়েছিলে :
সেদিন—
তুমি বিপ্লবের বন্যায় সকল অন্যায়
আর আসুরিক শক্তিকে এদেশ থেকে ধ্বংসলীলায় মুছে দিতে চেয়েছিলে :
এমনি
একদিনে
তুমি মানবতার জয়গানে নিঃশেষিত জীবনে তোমার সমস্ত মন-প্রাণ জীবনকে
বিলিয়ে বুকের রক্ত মুখে বের করে
আমাদের ভেতর থেকে এতো অকালে অস্তপারে চলে গেলে :
সেদিন—
আমরা আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায় অসহায় জীবনে কক্ষচ্যুত তারার মতো হারানো পথে
আবার পথ খুঁজে বেড়াতে প্রয়াস পেলাম :
সেদিন—
তোমার বুকের রক্ত আমাদের চোখে এক রক্তাক্ত পৃথিবীকে এঁকে দিল :
সেদিন—
আমরা তোমার শব ছুঁয়ে শপথ করে ছিলাম
এক নতুন মন্ত্রে যারা দীক্ষিত

তারা
তোমার স্বপ্ন ও সাধনাকে এক নতুন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবো :
এবং তোমার নিশান ওড়াবো :
তুমি যদিও অপঘাতে এক অজানা দেশে আমাদের মাঝ থেকে অদৃশ্য :
তবু আমরা এ কথা হলফ্ করে বল্তে পারি
সেখানে তোমার আত্মা আমাদের জন্যে
এ দেশের অগণিত জনতার জন্যে কেঁদে বেড়াচ্ছে :
আর
তোমার মরণ-জয়ী মরমী মন
আমাদের জয় পতাকার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে :
আর
সে জয় পতাকা তোমার স্বপ্নের আমাদের শক্তির
এ দেশের অগণিত জনতার সাবলীল জীবন যাত্রার ।
আমরা
তোমাকে
আজ্‌কে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি :
তোমার বিপ্লবকে
এ দেশের মানুষের নতুন জীবনকে
আর এক নতুন পৃথিবীকে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবই :
আর এক ঝরে-যাওয়া দিনের কোনো এক বিপ্লবীর কথা
আর কীর্তিকে আমরা নতশিরে সালাম জানাবই :
তারপর—
আর এক যুগের মৃত্যু-জয়ী দিনেরা
কোনো এক চিরঞ্জীবকে জনতার জয়গানের জন্যে মৃত্যুহীন করে রাখ্‌বে
কোনো এক বিদ্রোহী বীর সৈনিককে
এক নতুন পৃথিবীর মাটি মানুষ আর আকাশ
চিরদিনের জন্যে
চিরস্মরণীয় স্মৃতি স্মরণ করবে :

ঢাকা, ১৬ই বৈশাখ, ৫৮

আমরা বেঁচে আছি

আমরা বেঁচে আছি !
    দুর্ভিক্ষ দাংগা মহামারী লড়াই
    আমাদের জীবনে এ সবের শেষ নাই !
তবু—
আমরা বেঁচে আছি !

তোমাদের জীবন মৌসুমী বৈচিত্রের বেসাত
তোমাদের জীবনে এসেছে আজ হাতে-গড়া রাঙা-প্রভাত
তোমাদের উদগ্র বাসনা আজ কামনার কৌলিন্যে সজাগ !

আমরা শিকার আজ শকুনি আর শ্বাপদের
আমাদের সংঘাত আজ তনুর অনুতে অনুতে
আমাদের লড়াই আজ মৃত্যুর সাথে
আমাদের জীবন আজ নাগ-নাগিনীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঃ

তোমাদের হর্ষ-ভরা অতি আধুনিক জীবন
তোমাদের রঙ্-মাখা হাস্য লাস্যের যৌবন
তোমাদের জীবন রমনা আর বালিগঞ্জের কৌতুক-ভরা কোলাহলের রক্তিজ প্লাবন ঃ
তোমাদের জীবন কোনো পালিশ করা পটীয়সীর অকারণ ভ্যানেটিব্যাগের আকর্ষণ ঃ
আর অশ্লীল আস্ফালন ঃ
তোমাদের জীবন লোলুপ-ভরা লাল-নীল বৈদ্যুতিক আলোর মতন ঃ
তোমাদের সভ্যতা আজ লণ্ডন প্যারী নিউইয়র্কের ভাঙা ল্যাম্প্-পোষ্টের মতন ঃ

এতো অশ্লীল আর কুৎসিতের ক্রুর কালচক্রে
আমরা বেঁচে আছি !
কোনো এক চাঁদের আলোর আশায়
আমরা বেঁচে আছি !

কোনো এক বহু প্রত্যাশিত মৌসুমী বায়ুর স্নিগ্ধ সুরভির ভরসায় ঃ
আমাদের জীবন আজ পক্ষাঘাত রোগীর মতন
আমাদের জীবন আজ পশুর হন্তা পাখীর মতন
আমাদের জীবন আজ হাতে-গড়া সভ্যতার গলি ঘুঁজির কুৎসিত ডাষ্ট্‌বিনের মতন ঃ
তবু—
আমরা বেঁচে আছি !
কি আশ্চর্য
আমরা বেঁচে আছি—আজো
এতো দুর্ভিক্ষ
এতো দাংগা
এতো মহামারী
এতো রক্ত বন্যার লড়াই
মা-বোন-বধূদের সতীত্বের আছে বা আজ কতোটুকু বড়াই !
আমেরিকান বৃটিশ সৈন্যরা
আরো কতো দেশ-বিদেশী বন্যরা
এদেশের কতো কুমারী কন্যার কৃত্রিম কামনাকে করেছে অকৃত্রিমের জৌলুসে
রোশ্‌নাই !
কতো জারজ সন্তানের জননী নবজাতকের গলা-টিঁপে মেরেছে তার শেষ নাই !

তারপর—
এলো—স্বাধীনতা !
আমরা স্বাধীন !
আমরা ভাব্‌লাম
আমাদের দেশে বুঝি ফিরে এলো জনতা-জীবনে সুদিন ঃ
আমরা নিশান ওড়াই
আমরা বিষান বাজাই
আমরা মিটিং করি
আমরা সিটিং করি
আমরা 'জিন্দাবাদ' গাই
আমরা শপথ করি
নেতাদের প্রতি মত-শিরে শ্রদ্ধা পোষণ করি ঃ বিশ্বাস স্থাপন করি ঃ

আর—
অনেক প্রতিশ্রুত সুদিনের কথা স্মরণ করে রোজ নতুন জীবনের জন্যে নামতাগুণিতে
থাকি :

কিন্তু,
আমরা যেমনটি ছিলাম
ঠিক
তেমনটি বেঁচে আছি !
আমাদের অন্ধকার জীবনে আজো কোনো চাঁদের আলোর প্রপাত এলোনা :
আমাদের বুভুক্ষু জীবনে অন্নহীন পেটে নরকের আগুন লেগেই রইলো :
আমরা বস্ত্রহীনা মা-বোন-বধূদের উলংগ অংগ দেখে দেখে অসহায় জীবনে মৃত্যুর জন্যে
অসহায় হ'য়ে উঠ্ছি :

তবু—
আমাদের কি অমানুষিক আস্পর্ধা
আমরা এখনো বেঁচে আছি !
আমাদের জীবন নিয়া কতো পুতুল খেলা হ'লো
আমাদের উপর কতো ষ্টীম্-রোলার চালানো হ'লো
কতো জেলে পুরা হ'লো
কতো জোর—কতো জুলুম করা হ'লো :
এ দেশের মাটি মানুষ আর আকাশ
কতো লোনা অশ্রু ফেল্‌ল :
কিন্তু,
কি আশ্চর্য

কঠিন ভরসা নিয়ে
আমরা আজো বেঁচে আছি !
আজো জেগে আছি !

ঢাকা, ১৭শে বৈশাখ, ৫৮

বন্ধুদের উদ্দেশে

বন্ধু ! তোমাদের সৃষ্টি দেখে দেখে নিজের জীবনে অশ্রদ্ধা এসে গেছে :
তোমাদের কলমবাজী আমাদের জীবনে বিষ-বাষ্প নিয়ে এসেছে :
তোমাদের কীর্তি-কলম আমাদের জীবন-মরণ যুদ্ধে নৈরাশ্যের অরাজকতা সৃষ্টি করেছে
তোমাদের শিল্পী-মনের প্রকাশ আজ মানুষের জীবনে কুৎসিত কালোবাজারী
রূপ দেখা দিয়েছে :
তোমাদের কলমবাজি জন-মনের কাছে আজ ভোজবাজির মতো কুখ্যাত কারসাজি
বলে আখ্যাত হ'য়েছে :

তোমাদের ছদ্মবেশী বহু-রূপী রূপ দেখে দেখে আমরা বিভ্রান্ত বিচলিত :
তোমরা ধর্মরাজ্য স্থাপন করছ
এজন্যে কবিতা লিখ্‌ছ
সম্পাদকীয় ঢাক পিটিয়ে ইস্‌লামের জয় ঘোষণা করছ :
তোমরা মানুষের জীবনে কৃচ্ছ সাধনার জন্যে রমজানের উপবাসের উদ্দেশ্যে
চা-সিগারেট মুখে কাগজে সি'য়ামের কলমী মন্তব্য লিখ্‌ছ
আর যারা একান্ত নাস্তিক তারা গা'ঢাকা দিয়ে ধর্মের ডমরু বাজাচ্ছ
আর বেশ সস্তা বাহবা আর শ্রদ্ধার হাতাতালি কুড়াচ্ছ :
দেশের অগনিত বোকা লোকগুলির চোখে ধূলি দিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করছ
মনিবের প্রিয়-পাত্র নামে সুখ্যাতি অর্জন করছ :
প্রতিযোগিতার বাজারে কোনো সিনেমা অভিনেত্রী বা কোনো নাম-করা লাস্যময়ী
চিত্ত বিনোদিনীর মতো তোমাদের বিজিনেস্‌ চল্‌ছে :

বেশ হৈ-চৈ হচ্ছে :
আর
তোমরা
আর
ওরা
বেশী তফাৎ কি ?
ওরা বাজারের বারবণিতা
আর

তোমরা সাহিত্যের বাজারে বারবণিতা
উভয়ই
পয়সার জন্যে
প্রসাধনের জন্যে
বিলাসিতার জন্যে
সভ্যতার পালিশে নিজকে পণ্য কর্‌ছ ঃ
কাজেই
তোমরা
আর
ওরা
কতোটুকুই বা তফাৎ—কতোখানি পার্থক্য ?

এ দেশের মানবতা যখন আষ্টে-পিষ্টে নাজেহাল
নরকের আগুনে যখন আন্‌চান্‌ প্রাণ
শাসকের সদম্ভ শক্তিতে নেস্তনাবুদ
হাজারো সংঘাত আর সংগ্রামে পর্যুদস্ত ঃ
তখন
তোমরা লিখ্‌ছ
হুর-পরী আতর লাজে
বেহেশ্‌তি মেওয়ার লোলুপ রসে
শরাবান তহুরার রঙীন জৌলুসে
এ দেশের আকাশ বাতাস মাটি মানুষ একদম তেলেস্‌মাত ঃ
আমরা অবাক হই
তোমাদের কথার আঘাত সই
আর এক দিনের জন্যে বুক বেঁধে রই ঃ
আর ভাবি
এরা কারা ?
এ দেশ
এ মানুষ
এ মাটি

এর উপর এ জঘন্য
এ কুৎসিত কুচক্রী মতলববাজ
এ কোন্ অকৃতজ্ঞ রক্তের লেখক এরা ?
এরা কি—
এ মাটির সন্তান ?
এরা কি—
এ দেশের মানুষ ?
না
কোনো বৈদেশিক চক্র শক্তির গুপ্তচর ?

ঢাকা, ২২শে বৈশাখ, ৫৮
[সকাল]

একান্ত ব্যক্তিগত

এ এক অবাক দেশ
এ এক অদ্ভুত জন্মভূমি আমার
এখানে আমরা আছি
সমুদ্রের ফেনার মতন সত্বাহীন জীবন নিয়ে :
এখানে আমরা আছি
একান্ত অপরাধীর মতন
জীবন যুদ্ধের বাঁকে বাঁকে পলাতক ফাঁসির আসামীর মতন
নির্জনে গুহা-গহ্বরে
ভীত-বিহ্বল মনে :
সরকারের সুপরিকল্পিত পুরস্কার বিঘোষিত
কোনো দেশ-ভক্ত দেশদ্রোহীর পিছু-চলা গোয়েন্দার হাত থেকে
যে জীবন আত্মগোপনে আশ্বস্ত :
যে জীবন চলার পথে পিচ্-ঢালা রাস্তায় রোল্‌স্‌রয়েস্‌ আর শেভ্রলে'র ধাক্কায়
অক্ষম ভারবাহী গরুর গাড়ীর ভগ্ন-চাকার মতো :
এম্‌নি লক্ষ্মী-ছাড়া জীবনে
আমরা রাজনীতি করি
সাহিত্য চর্চা করি
মানুষের অধিকারের আন্দোলন করি :
কতো সোনার স্বপ্ন দেখি
কতো সাফল্য শক্তির কথা অনুভব করি :
কিন্তু,
পকেট হাত্‌ড়িয়ে সামান্য একটি ফুটো-পয়সার জন্যে আমি অপ্রস্তুত :
এক কাপ সিংগ্‌ল চা খাওয়ার অযোগ্যতাকে ভাঁওতা দিয়ে
যোগ্য সংগতি সম্পন্ন বন্ধুর বাসায় বসে অনর্থক সাহিত্য রাজনীতির ঝড়-তুফান তুলি :
আমার অহেতুক অনধিকার চর্চায়
বন্ধুর বিলাসী রুচিতে
একটা অসোয়াস্তি-ভরা অরুচি ধরে যায় :

বন্ধু বেশ একটু অন্য মনস্ক হন
বিরক্তির অনুকরণে নিজের জরুরী ব্যস্ততার কথা টেক্‌নিক করে জানিয়ে দেন :
অথবা
লম্বা অংকের টাকা পয়সা লেন্ দেন্
কিংবা
কোনো প্রিয়-বান্ধবীর প্রেম পত্রের খসড়া নিয়ে মাথা ঘামান :
না হয়—
নব-পরিণীতা গিন্নির গরবের কথা বিজ্ঞাপন দিয়ে হক্-চকিয়ে দেন :
আর একটু বাহাদুরী করে
একটা ব্যক্তিগত এন্‌গেজ্‌মেণ্টের কথা বলে অকাম্য আগন্তককে বিদায় দিতে চান :
আর হয়তো বা দু'একটা নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের অনিচ্ছাকৃত আগ্রহ জানান :
কখনো বা বিজ্ঞানে একান্ত বিশ্বাসী ব্যক্তি
অথবা
আর্টের সুরসিক সমর্থক
এ নিয়ে—
বন্ধু 'যৌন-বিজ্ঞান' 'হেল্‌থ এণ্ড এফেসিয়েন্সি' 'নেচ্যারিষ্ট্'
এ ধরণের নগ্ন রহস্যের কথা পঞ্চমুখে বকে যান :
বেশ এমনটি মজার আব্‌হাওয়া
আর পরিবেশের মধ্যে
আমার মনের অজানা রাজ্যে একটা মোচড় একান্তভাবে চাঙা দিয়ে উঠে :
দারিদ্রের নিষ্পেষণে
আর
সভ্যতার আবরণে নিজ্‌কে লুকিয়ে
অন্ততঃ পক্ষে টিফিন্-চা আর একদিনের হোটেল খরচার জন্যে
একটি টাকার তাগিদে সংগতি সম্পন্ন বন্ধুর দুয়ারে জীবনের কতো না কাঙাল পনা :

প্রিয় বন্ধু আমার এতো দরকারকে
তার কতোগুলি তাচ্ছিল্য-ভরা অদরকারী কথার মার-প্যাঁচে মেরে দিলেন :
আর বল্‌লেন
দেখুন।

আজকাল বড্ড বেশী হাত খালি
এই-ই গতকাল মিস্ ডলিকে নিয়ে বক্স করা সম্ভব হ'লো না
এ জন্যে সিনেমার শো'টা একদম মাটি :
আমি অপ্রস্তুত
নিজ্‌কে অসম্ভব রকম অসহায় মনে করি :
আর ভাবি
আমি আর বন্ধু
এক কালে সাহিত্য রাজনীতি ক্ষেত্রে
কতো সোনার ফসল বুনেছি :
কতো স্বপ্ন নিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছি :
কতো অংগীকার করে হাতে হাত রেখেছি :
কিন্তু, আজ
আমি আর বন্ধু অনেক—অনেক দূরে—বহুদূরে দু'জনে দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে আছি :
বন্ধু
স্বাধীন রাজ্যে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যে কাজ কর্‌ছেন :
চাকুরি করে দেশের খেদ্‌মত কর্‌ছেন :
আর আমি
আজো ভবঘুরে—বেকার
বেশ ট্রেডিশন্ নিয়ে বেঁচে আছি।
রাস্তায় রাস্তায় ঘুর্‌ছি আর ঘুরপাক্ খাচ্ছি :
হয়তো
আমার জীবন
আমার যৌবন
আমার স্বপ্ন
আমার সাধনা
এম্‌নি ধূলি বালির রাস্তায় মাঠে মারাযাবে :
আর
কোনো এক আকাশ ছোঁয়া আশাবাদী
হয়তো
সংগতি সম্পন্ন বন্ধু

আর
তার প্রিয়জনদের বিদ্রূপের কষাঘাতে
বাকী জীবনটা
একান্ত অমূল্যভাবে এমনটি কাটাতে বাধ্য হবে :
অবশ্যি
যদি কোনো এক আচম্‌কা বৈশাখী ঝড়-তুফানে
যুগের হুজুগে
মানুষের বাঁচার দাবীতে
কোনো এক পাহাড়ী-বন্যায়
এ দেশের মরা-গাঙে বান ডাকে
আর
যদি অগণিত জন-জীবনে প্রাণ-বন্যার প্লাবন আসে :
সেদিন—
সমস্ত শক্তি নিয়ে কোনো এক নোঙর-ছেঁড়া নৌকার নাবিক
যদি শক্তি-নিশান ওড়াতে সুযোগ পায় :
তা' হ'লে—
এতো দুঃখ-ভরা জীবনে
এতো বেদনা-ভরা মনে
এতো বঞ্চিত ব্যবধান বুকে
হয়তো
একটা আলোড়নের সৃষ্টি হ'বে
একটা অজানা শিহরণে
এ মানুষের মন ও প্রাণ নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হ'বে :
কোনো এক নতুন জীবনের দিশারী
সেদিন এ ধরিত্রীর বুকে সোনালী দিনের সূর্যের সমারোহ আন্‌বে :
আর আজ্‌কের দিনের বঞ্চক বিলাসী বন্ধুরা
সেদিন—
কোনো এক শির-উন্নত শ্রদ্ধাস্পদকে নত-শিরে স্বাগতম্‌ জানাবে :

ঢাকা, ২২শে বৈশাখ, ৫৮
[সন্ধ্যা]

অজানা দিনের কন্যা

এ কোন্ অজানা কণ্ঠ থেকে প্রথম পরশ কুমারীর মতন থরথর কেঁপেকেঁপে
ভীত বিহ্বলা দিগন্ত বলাকার ডানায় ভর করে
আমার এ ছন্ন-ছাড়া জীবনে সুরের স্বপ্নেরা শিহরণ আনে ঃ
এ কোন্ অদেখা নয়ন থেকে গোপন-প্রিয়ার অশ্রু জল ভেসে ভেসে
এ মরুময় জীবনে মরু-নির্ঝরে পুলকিত করে ঃ
এ কোন্ কাব্যের কোয়েলা এ গদ্যময় জীবনে একান্ত অসময়ে বিরহী ব্যাকুল কামনায় বিভ্রান্ত করে ঃ
যদি কোনো এক অদ্ভুত শিহরণে
'একটি বসন্ত রাতের জন্যে'
হে অজানা দিনের কন্যা !
তোমার নরম মনে দোলা লেগে থাকে ঃ
যদি কোনো এক অপ্রস্তুত মুহূর্তে এক উচ্ছৃঙ্খল আপন-হারাকে ক্ষণিকের তরে ভালোলেগে থাকে ঃ
আর যদি কোনো এক মমতাজ বন্দী শাহ্জাহানের দুর্যোগ-ভরা দিনের কথা স্মরণ করে একান্ত অগোচরে এক ফোটা অশ্রু ফেলে থাকে ঃ
তা'হ'লে—
হে মোর যৌবন যমুনা !
হে মোর জোছ্না জোয়ার !
তোমরা
আমার উদাস-ভরা দিনে
কোনো এক দীর্ঘশ্বাস ফেলা আরজুমন্দ্ বানুকে
আমার জীবনের আর এক সোনালী দিনে মমতাজ বেগম করো ঃ

যে জীবনের আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন ঃ
যে মানুষের প্রিয়ার পথ অসম্ভব কণ্টকাকীর্ণ ঃ
যে মানুষের চলার পথ দুর্গম-বন্ধুর ঃ
যে মানুষের যৌবন আজ দুরারোগ্য রোগীর মতন অন্তহীন দুরাশায় দোদুল্যমান ঃ

এম্‌নি দুর্দশার চরম দুর্দিনে
এ জীবনের হারিয়ে যাওয়া দিনে
কোনো এক কণ্ঠ-হারা কোয়েলার আবেগ-ভরা গানে
এ হুচুট্‌ আর হতাশার শ্বাস-রোধ জীবনে
যদি একটু সোয়াস্তির অবকাশ আনে ঃ
আর
এ অযত্ন জীবনে
যদি কোনো এক অজানা দিনের কন্যা
আমার হিয়ার গোপন কোণে অকারণে আল্‌পনা আঁকে
আর
কোনো এক ফল্গুস্রোত ষোড়সীর সংবেদনে
এ জীবন ও মন উজ্জ্বল করে ঃ
তা'হ'লে—
হে মোর বৈশাখী দিনের বন্যা !
হে মোর অজানা দিনের কন্যা !
তোমার সুরভি-ভরা দেহে
আর এক নতুন দিনের ফুলেরা সুশোভিত হোক্‌ ঃ
আর এক নয়া-বসন্তে দখিনা-মলয়-মত্ত হ'য়ে উঠুক ঃ
আর এক নতুন পৃথিবীর মানুষের জন্যে
হে কন্যা !
কোনো এক দুর্গম বন্ধুর যাত্রীর দুরন্ত বীরবাহুতে
তুমি একান্ত আত্ম-ভোলা বন্ধুর অনুভূতি দাও ঃ
দুর্দিনে আর সুদিনে সাথী হও ঃ

ঢাকা, ২৩শে বৈশাখ, ৫৮

স্বাধীনতা ঃ ১৯৫১

আমাদের জীবনে আজো স্বাধীনতা আসে নাই !
আমাদের জীবনে আজো কোকিল ডাকে নাই।
স্বাধীনতা আসে নাই অগণিত মানুষের জীবনে
স্বাধীনতা শা'জাদী নেকাব খুলে নাই জনতা জীবন তীরে
স্বাধীতার স্বাদ কি তা' জানেনা এদেশের মাটি আর মানুষ
স্বাধীনতা কথাটা যেন এক রঙীন ফানুস ঃ
স্বাধীনতার চটক যেন কোনো এক ক্ষীণাংগী নর্তকীর
অশ্লীল অংগ ভংগীর মতো বিকৃত যৌন আবেদনে সন্নত ঃ
স্বাধীনতা এসেছে আজ রমনার কোকিল-কণ্ঠ-ভরা রঙীন মাঠে
রঙ মহলার লাস্য-ভরা সুষমা-দীপ্ত জীবনে ঃ
স্বাধীনতার সোৎসাহ এসেছে তাদের জীবনে
যারা মিণ্টোরোড আর হেয়াররোডে ফুস্-ফাস্ নারী-গাড়ী আর সাড়ীর জৌলুসে
আমাদের চক্ষুকে ধাঁধায়
আর এ অবাঞ্ছিত জীবনে গলা-ধাকায় হতবাক্ করে হটিয়ে দেয় ঃ

স্বাধীনতার সূর্য-উদয় আনন্দে আমরা কতো সুদিনের কথা ভেবেছি ঃ
স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা কতো রক্ত ঢেলেছি ঃ
ফাঁসির মঞ্চে গান গেয়েছি ঃ
স্বাধীনতার জীবণ-মরণ যুদ্ধে আমরা হাজারো বার মৃত্যুর সাথে লড়েছি ঃ
কিন্তু,
আমরা আজ কি পেয়েছি ?
এ প্রশ্নের জবাব নেই
এ প্রশ্ন অনধিকার চর্চা
এ প্রশ্ন পঞ্চম বাহিনীর
এ প্রশ্ন শিশু রাষ্ট্রের শত্রুর।
স্বাধীনতার প্রবল স্রোতে
আমরা কে কোথায় ভেসে গিয়েছি

কি পেয়েছি
আর
কি পাইনি
কি দিয়েছি
আর
কি নিয়েছি
যদি কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে এসব কথার চুল-চেরা হিসাব নিকাশ মিলাই :
আর
যদি নিজের বিবেককে একটু শুধাই ঃ
তা'হ'লে—
একান্ত আল্‌গোছে যেন আত্‌লান্টিকে ডুবে যাই ঃ

আমাদের জীবন যেন আধুনিক যাযাবর জীবন ঃ
হিট্‌লারী হুকুমে জার্মানির ইহুদী জীবন ঃ
তবু—
আমরা ভাবি
আমাদের এ অভিশপ্ত জীবনে আস্‌বে এক নতুন দিন সোনালী জীবনে রঙীন
সেদিন—
আমরা দেখ্‌ব এ জীবনের শেষ নাই
মানুষের জীবনে এসেছে অনাগত দিনের রোশ্‌নাই
আর একটি নতুন পৃথিবীর জন্যে স্বপ্ন-ভরা সোনার ফসল বুনে যাই ঃ
নিশান ওড়াই ঃ
বিষাণ বাজাই :
সেদিনের জনতার জয়গান গাই ঃ

ঢাকা, ২৫শে বৈশাখ, ৫৮

হে স্বপ্ন হে আকাশ

আমরা চেয়ে ছিলাম এক আলো-ভরা আকাশ
আমরা চেয়ে ছিলাম ফুলের গন্ধ-ভরা সুবাস
আমরা চেয়ে ছিলাম পাখীর কণ্ঠ-ভরা গান ঃ

আমাদের জীবনে আজো এলোনা এ সবের এতোটুকু দান
আমাদের জীবন যেন কাঠের পুতুলের মতো নিষ্প্রাণ ঃ
আমরা চেয়ে দেখি
হতবাক্ হ'য়ে চেয়ে দেখি
হস্তি দন্তের সিংহাসনে তোমাদের সোনার আসন
ভেল্‌ভেট্ আর রূপালী চামচে তোমাদের ব্যসন ভূষণ
তবুও
আমরা চেয়ে দেখি
তোমাদের আলো ঝল্‌-মল্ দিনের কথা ভেবে দেখি ঃ
আর
এ জীবনের হাজারো স্বপ্ন আর সংঘাত নিয়ে হাসি আর কাঁদি
কতো হাস্‌লাম
কতো কাঁদ্‌লাম
কিন্তু,
এ জীবনের মরু-ভূমিতে শুধু মরীচিকাই দেখ্‌লাম ঃ
তোমাদের কাছ থেকে এতোটুকুও মনুষ্যত্ব পেলামনা
তোমরা আমাদের দাম দিলেনা
নাম নিলেনা
তোমরা
আমাদের শক্তিকে ভয় করো ঃ
কিন্তু,
মুক্তিকে হেয় করো ঃ
কাজেই
তোমাদের সিংহদ্বার আজো বন্ধ রেখেছ ঃ

মানুষের জীবনকে জঘন্যের পর্য্যায় ফেলেছ :
আর
তোমাদের আভিজাত্যকে আজো অহংকারের একমাত্র অস্ত্র হিসাবে শান দিচ্ছ :
কিন্তু,
আমরা দেখেছি
বন্ধু
তোমাদের
অনেক—অনেক কীর্ত্তি
চোরাবালির উপর তোমাদের এ কৃত্রিম ভিত্তি :
সেদিন
বেশী দূরে নয়
আস্‌বে এক নতুন ভূমিকম্প
তোমাদের থাক্‌বেনা লম্ফ-ঝম্প
'রাজার মুকুট'
আর
'কৃষকের কোদাল'
এক রংঙে এক সংগে এক সমুদ্রে
যৌবন-জল-তরংগে হ'য়ে যাবে টাল্‌-মাটাল্‌
আর এক দিনকে
আমরা স্বাগতম্‌ জানাই :
আর এক দিনকে
আমরা হাতের মুঠোয় পেতে চাই :
আর এক দিনের
শা'জাদী আর শা'জাদারা
অলীক স্বপ্ন নিয়ে মাঝ্‌-রাতে জেগে নেই :
সেদিনের জন্যে
আমরা সংগ্রামী জীবনে সাথী পেতে চাই :
সেদিনের নারীকে
আমরা রণ-বিজয়িনি শক্তি-দায়িনি বীরবাহুর মূর্তি-রূপিণি রূপে দেখ্‌তে চাই :
আর এক দিনকে

আমরা আহ্বান জানাই ঃ
আর এক দিনকে
আমরা আলিংগন দিতে চাই ঃ
সেদিন
এদেশের ভবিষ্যত বংশধরেরা যেন দিকে দিকে বীর বাহু ছুটায়
তেজী লাল ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে দেশ থেকে দেশান্তরে যায় ঃ
আর
এদেশের নতুন মাটি মানুষ-আর আকাশের কথা যেন সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেয় ঃ
শক্তি যোগায় ঃ প্রেরণা দেয় ঃ
আর নতুনের কেতন ওড়ায় ঃ

ঢাকা, ২৭শে বৈশাখ, ৫৮

হে মন হে বিহংগ মন

কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে :
তুমি বলে ছিলে :
এখনো চাঁদ ডুবে নাই
এখনো তারারা নিভে নাই
এখনো রাতের আকাশে লাজের প্রহরীরা ঘুমায় নাই :
আমি বলে ছিলাম :
আমি হয়তো চাঁদের আলো দেখে দেখে মরে যাব :
আমি হয়তো তারার কথা ভেবে ভেবে নিঃশেষিত হ'য়ে যাবো
তারপর—
কতো রাত গেলো—এলো
কতো বৈশাখী রাত থেকে—চৈতীরাত
এ জীবনের গাণিতিক পর্যায় চলে গেলো : ফিরে এলো :
কিন্তু,
আমার রাত তেমনি নিঠুর র'য়ে গেল :
এ জীবনের বহু রাতের কথা বিস্মৃত হ'য়ে গেছি :
এ জীবনের অনেক আশার কথা ভুলে গেছি :
এ জীবনের কতো স্বপ্নের কথা বিস্মরণীয় হ'য়ে গেছি :

এ জীবনের অক্ষম মুহূর্তে
একটি রাতের জন্যে
কতো না কল্পনা করেছি
কতো না উতলা হ'য়েছি :
কিন্তু,
তোমার কাছ থেকে শুধু অবহেলা পেয়েছি : নিরুৎসাহ হ'য়েছি :
এ জীবনের পরিধিতে 'আলেফ্‌লায়লা' রাতের দীর্ঘশ্বাস ফেলা কন্যার কথা ভেবেছি
এ জীবনের নীড়-হারা তীরে ঝড়ো-দিনের একটি পলাতকা পাখীকে দেখেছি :
এ জীবনের চলার পথে অজানা বাঁকে থমকে দাঁড়াই :

একটি অচেনা পাখীর ছেঁড়া পালক দেখে
হঠাৎ আমি হতবাক্ হ'য়ে যাই :
কোনো এক অচিন দেশের পাখী এ জীবনের হারানো দিনে
যদি গানের সুরে আমার তন্দ্রা ভেঙে থাকে :
আর কোনো এক বিরহী পাখী এ জীবন তীরে যদি একটি মধু-রাতের জন্যে
ব্যাকুলভাবে বিহ্বল হ'য়ে থাকে :
তা' হ'লে—
হে মোর অচেনা দেশের কণ্ঠ-হারা পাখী !
হে মোর অজানা দিনের নীড়-হারা পাখী !
হে মোর ঝড়ো দিনের ডানা-ভাঙা পাখী !
আমার এই তন্দ্রা-হারা দিনে
আমার এই ছন্দ-হারা দিনে
আমার ছন্ন-ছাড়া জীবনে
তোমার বিরহী পালকের পুলক-ভরা পরশে
আমার এই হারানো দিনের অবস দেহ-মনে
তোমার তন্বী-নয়নের বহ্নিতে
আমাকে আলোকিত করো :
আমাকে পুলোকিত করো :
হে পাখী !
তুমি আমার জীবন-মরণে কণ্ঠ-ভরা গানে
বুক-ভরা ভালোবাসার দানে
কোনো এক লাবণ্যময়ী পর্শিয়ার দেশে ভেনিসের বুকে নিয়ে যাও :
আমার এ জীবন ও মনকে তোমার কোমল সুঠাম বাহুর বন্ধনে দেহ-তনুর সুরভিতে
বহু আকাংখিত পুলক ভরা শিহরণে
স্বর্গ-সুখ দাও :

ঢাকা, ২৮শে বৈশাখ, ৫৮

হে বিদায়ী বৈশাখ

হে বিদায়ী বৈশাখ !
আমার জীবনে দিয়েছ তুমি এক অজানার ডাক
আমার জীবনে এনেছ তুমি এক অদেখা স্বপ্নের রাত :
হে বিদায়ী বৈশাখ !
এ জীবনের ঝড়ো দিনে তোমার ঝড়ো হাওয়ায়
তোমার আকাশের পাখীরা বিদ্যুৎ-ডানায় ভরকরে
এ জীবনের বাতায়নে কতোদিনের কতো বিস্মৃত-প্রায় কথা উঁকি দিয়ে যায় :
স্মৃতি কন্যারা আল্‌গোছে এ জীবনের আঁকাবাঁকা পথে আল্‌পনা এঁকে আগমনী সুরে আহ্বান জানায় :
এ জীবনের পুঞ্জীভূত ব্যথাকে ঈশানী ঝঞ্ঝায় বিষানী বিদ্যুৎ বন্যায়
যদি মুছে দিয়ে যায়
আর এক মৌসুমী দিনের গাঙ-চিলেরা এ জীবন তীরে যদি পুলক-ভরা শিহরণ এনে দেয় :
হে বৈশাখ !
তুমি এলে পুরাতনের মৃত্যু-ডানায় ভরকরে
নতুন দিনের সোনালী স্বাক্ষরের প্রত্যাশা নিয়ে
আমাদের বিষে-ধরা জরা-জীর্ণ পৃথিবীর বাঁকে বাঁকে তোমার পদক্ষেপ রেখে গেলে :
তারপর
হে বৈশাখ !
তোমার স্বাগতম্‌-ভরা নব পল্লবিত পুলোকিত বৃক্ষ শাখারা
কুজন-কণ্ঠ-ভরা বিহগ বিহগীরা
তোমার বিরহী দিনের ঝড়ো হাওয়া আর বিদ্যুৎ কন্যারা
কতো অক্ষম মানুষের অসোয়াস্তি-ভরা বুকে
অজানা আলোড়ন দিয়ে গেলো :
ঝড়ো দিনের বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে গেলো :
কিন্তু,
হে বিদায়ী বৈশাখ !
তুমি জান না আমাদের মনের বিষ-জ্বালা বিষাদ

তুমি জান না এ বন্ধ্যা ধরনীর আকুতি-ভরা অপঘাত :
তুমি দেখনি —
এ মাটি মানুষ আর আকাশের কান্না-ভরা রাত :
হে বিদায়ী বৈশাখ !
তুমি জান না এ দেশের জনতা-জীবনে কি অসহ্য আঘাত
আর বুক-ফাঁটা ফরিয়াদ !
হে বৈশাখ !
পুরাণ আর পাঁজিতে খুঁজেছি কতো স্বপ্ন-ভরা আশার আকাশ :
জীবনে চেয়েছি তোমার ঝড়ো হাওয়ায় প্রচণ্ড প্রকাশ :
হে বৈশাখ !
চিরাচরিতের পথ ধরে সালতামামী শেষ করে
পুরাতন আর নতুনের বেশ পরে ঘড়ির কাঁটার মতো একটানা করছ
কেবল শতাব্দীর অংকপাত : আমাদের অশ্রুর প্রপাত
কিন্তু,
হে বৈশাখ !
তুমি দেখনি মানুষের জরা-জীর্ণ জীবনে
স্বপ্ন-ভাঙা হাজারো সংঘাত :
হে বিদায়ী বৈশাখ !
তোমার বেদনা মধুর বিদায়ী বিধুর বেলায়
একটি শপথ নিয়ে যাও
কোনো দিন যদি নতুনের আগমনী গান গাও
যদি ভেসে আসে তোমার সওদাগরী নাও
তা'হ'লে—
হে বৈশাখ !
একটি কথা শক্ত মুঠোয় শপথ করে যাও :
এ দেশের মাটি মানুষ আর সমুদ্রের বুকে যেন এক নবীন আলোর বান ছুটাও
হোয়াংহোর খরস্রোতা প্লাবন ডাকাও
ভল্‌গা নদীর বিদ্যুৎ বন্যার চমক লাগাও :

ঢাকা, ২৭শে বৈশাখ, ৫৮

অতৃপ্ত কামনা

এ জীবন চেয়ে ছিল চাঁদের প্রপাত-ভরা রাত
এ জীবন চেয়ে ছিল তারা-ভরা আশার আকাশ
এ জীবন চেয়ে ছিল শরতের শিশির-ঝরা প্রভাত :
এ জীবনে এলোনা বিহগীর কণ্ঠ-ভরা গান
এ জীবনে এলোনা গন্ধ-ভরা ফুলের সুঘ্রান :
এ জীবনে
কতো আকুতি জানালাম
কতো অজানাকে জানাতে চাইলাম
কিন্তু,
কেবলই হতাদর পেলাম
তবু
যদি আর এক নতুন দিনের মুঠি মুঠি সোনালী রোদেরা
এ জীবনের শস্যক্ষেত্রে আলোর বীজবুনে যায় :
আর এক আশা-ভরা ভালোবাসা দিনের কন্যা
এ জীবন তীরে যদি একটু অধিকার পেতে চায় :
তা'হ'লে—
হে মোর নিঃসংগ দিনের দখিনা হাওয়া !
হে মোর পাগ্‌লা দিনের পূবের হাওয়া !
তোমরা আমাকে এক নতুন দিনের আলো-ভরা আকাশের একান্ত শুভক্ষণে
সপ্ত ডিংগীর নাবিক হ'য়ে সাত সাগরে পাড়ি দিতে দাও :
আমাকে এক অজানা অদেখা নতুন নিরালা দ্বীপে নিয়ে যাও :
আর কোনো এক অনুভূতি-ভরা ছল্-করে অনুক্ষণ চাওয়া গোপন-প্রিয়াকে নিয়ে
আমার এ অসোয়াস্তি-ভরা জীবনের একান্ত সন্ধিক্ষণে
একটু শান্তিতে অবকাশ পেতে দাও :
কোনো এক সংগ্রামী সৈনিকের রক্তাক্ত জীবনে
এক প্রাণ-পাত প্রেয়সীর প্রেরণা দাও : প্রীতি দাও :
একান্ত আলুগোছে এ জীবনকে

একটু অনুভব করতে দাও :
হে বিশ্বাস ঘাতক বিক্ষিপ্ত দিনেরা !
হে অকৃতজ্ঞ বিনিদ্র রাতেরা !
তোমরা এ জীবনে শুধু অভিশাপ দিয়ে গেলে
আর অপঘাত মৃত্যুর আতংক ঘোষণা করে গেলে
মানুষের শত লাঞ্ছিত জীবনকে
আরো বঞ্চিত করে গেলে :

তোমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলা মুমূর্ষু মানুষের কথা ক্ষণিকের জন্যেও বোঝ্‌লেনা :
একটু শুধালেনা
একটু সজ্জন হ'লেনা
সুদিনের সম্ভবনাকে স্বাগতম্ জানালেনা :
তারপর
এ জীবন তীরে যদি কোনো একদিন রূপ ও ছন্দায়িত দিন আর রাতেরা আসে
এ পৃথিবীতে যদি কোনো এক নতুন পৃথিবীর আগমনী সুর স্বপ্নের ডানায়
ভর করে ভাসে
আর মানুষের জীবন যদি প্রাণ-বন্যায় হাসে :
সেই
সুদিনের জন্যে
আমি মুখোমুখি দাঁড়াই :
সংগ্রাম করে যাই :
বাঁশরী বাজাই :
আর
হে অতৃপ্ত কামনা !
এ জীবন-তীরে আর এক স্বপ্নে-ভরা শুভদিনের সোনালী উষাকে স্বাগতম্ জানাই :

ঢাকা, ৩১শে বৈশাখ, ৫৮

তোমাকে

হে মরুর দেশের বেদুইন কন্যে
এ যাযাবর জীবন যখন একদম হন্যে :
তখন তোমার বিরহী বন্যায় এ জীবন তীরে নিয়ে এলে
কোনো এক পাপিয়ার পিউ পিউ তান্
এক অজানা দিনের বুলবুলির সুর-ভরা প্রাণ :
হে মরু-কন্যে !
যে যাবাবর জীবন অক্লান্ত ভাবে হন্যে :
যে জীবন মরুর দেশের তীরে শুধু গেয়ে গেল ভালোবাসার গান
যে জীবন চেয়ে ছিল মরুর বালুতে আশা-ভরা প্রাণ
যে জীবন মরু-বলাকার পালকে চেয়ে ছিল বিদ্যুতের বান
হে কন্যে !
যে জীবন আজ কোনো এক বিরহী বেদুইন বালার বিজুলি বেনীর বিনুনিতে
আকুতি-ভরা চক্ষুর চপল চাহনিতে অনেকটা বিচলিত প্রাণ :
সে জীবনে নিয়ে এসো তুমি কোনো এক অজানা দিনের স্বপ্নে-ভরা সুরের শিহরণ :
হে বেদুইন কন্যে !
এ জীবন তীরে যদি কোনো এক অকস্মাৎ মুহূর্তে
তোমার ঝুমুরের ঝনাঝন্ ঝংকার আর টংকার লেগে থাকে :
এ জীবন তীরে যদি তোমার যৌবন বন্যার
মরু-নির্ঝর ঝর্ণার প্লাবনে পুলক লেগে থাকে :
তা'হ'লে—
হে কন্যে !
এ জীবনের মরু-ভূমিতে এক অজানা স্বপন পুরী থেকে নিয়ে এসো
কোনো এক মরু-বালার বিহগী-কণ্ঠের মধু-ভরা গান :
আর এক সোনালী দিনের আহ্বান :
এ জীবনের তৃষিত মুহূর্তে এনে দিয়ো আর এক সোরাহী-সুরার মাতাল প্রাণ :
হে কন্যে !
তুমি যদি এনে থাকো কোনো এক 'আনার কলির' আশা-ভরা প্রাণ :
কোনো এক নীল পরীর পুলকিত প্রাণ :
কোনো এক তন্বী-তনয়ার বিরহী জীবন :

তা'হ'লে—
হে কন্যে !
এ মরুময় হন্যে জীবনে সিঞ্চন করিয়ো
তোমার সুরভি দেহ-প্রাণের যা'কিছু দান অধর সুধার অমৃতের বান :
হে কন্যে !
মরুর দেশের বাঁকে বাঁকে মোচড় খেয়ে খেয়ে
যে জীবন আজ মরু-উল্কার মতো ঘূর্ণমান :
যে জীবন আজ লু-হাওয়ার হল্‌কা আগুনে একান্ত অসময় অজ্ঞান :
যে জীবন আজ উচ্ছৃঙ্খল আগ্নেয়গিরির মতো অবিরাম উদ্‌গীরণে থর্‌থর্ কম্পমান :
যে জীবন তীরে এলোনা
কোনো সুঠাম বাহু সুনয়না প্রিয়ার সুবিস্তৃত অরণ্য কেশের সোঁদা সোঁদা ঘ্রাণ :
আর সুরভি দেহের কাব্যিক প্রাণ :
তবু
হে মরু-কন্যে !
এ জীবন যদি হ'য়ে থাকে
এক অজানা দিনের জন্যে অসম্ভব হন্যে :
কোনো এক অজানা পাখী একান্ত আল্‌গোছে এ জীবন অরণ্যে
যদি বাসা বেঁধে থাকে
যদি গেয়ে থাকে ভালোবাসার গান :
কোনো অজানা মুহূর্তে চেয়ে থাকে উদ্দীপিত জীবনের দান :
হে কন্যে !
আর এক দিনের জন্যে
তোমার বুকের স্পন্দিত কম্পন :
চঞ্চল চকিত নয়ন : পুলকিত প্রাণ :
এ জীবন তীরে যেন নিয়ে আসে পাহাড়ী-বন্যার বান :

ঢাকা, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ৫৮

অশান্ত মুহূর্তেরা

হে মোর অশান্ত মুহূর্তেরা !
হে মোর বিভ্রান্ত মন !
হে মোর বিষে-ধরা জীবন !
হে মোর দিশে-হারা কামনা !
তোমরা আমাকে বিদ্যুৎ চাবুকে আঘাত হানো :
আরো আঘাত হানো আমাকে
আরো বিষাক্ত করো এ জীবন ও মনকে
আমার উপর বিদ্যুৎ-বজ্র নিক্ষেপ করো :
আমার দুরন্ত কামনাকে
শত্রুর শানানো অস্ত্রে কুচিকুচি করে কাটো :
আমার উচ্ছৃঙ্খল চাওয়া-পাওয়া লাস্যময়ীকে আগুনের চাবুকে থেতলে দাও :
অজানা আলেয়ার ছলনাকে কঠোর আঘাতে মর্মান্তিক করো :
আমার অযাচিত আকাংখাকে নিদারুণ আঘাতে ভেঙে দাও :
আমার জীবনের সকল অক্ষমতা আর অসামর্থকে শায়েস্তা করো :
অশান্তির আগুনে দাউ দাউ জ্বলতে দাও : পুড়তে দাও : আমার এ জীবনকে :
এ জীবনের অসময়ে অকারণ শান্তি কামনাকে চিতাভস্ম করো : চিরতরে নিদারুণ হও:
হে আমার অজানা আকাশ !
তুমি আমার উপর বিরূপ হও :
আমার নির্লজ্জ আকাংখাকে একান্ত ভাবে নির্মম করো : নিদারুণ হও আমার উপর :
তবু যদি
হে আকাশ !
এ জীবন অরণ্যে কোনো এক অপ্রস্তুত শিহরণে
একটি অজানা পাখীকে ভালোলেগে থাকে :
একটি অশরীরি কায়ার ছায়া ভালোলেগে থাকে :
আর আমার চলার পথে
কোনো হিংস্র পশু ভয়াল থাবা থেকে নখর বের করে ওত পেতে থাকে :

তা' হ'লে—

হে মোর নৈরাশ্য-ভরা মন!

হে মোর নিদাঘ তিয়াষার তন্বী!

হে মোর অজানা দিনের বহ্নি!

তোমরা আমাকে আর অসোয়াস্তি দিয়োনা : আর বিচলিত করো না :

আর লাঞ্ছনা দিয়োনা :

তারপর—

কোনো দিন

কোনো এক ফুল-হাসা ভালোবাসা দিনের বিহগীরা যদি কণ্ঠ-ভরা গান গায় :

আর যদি একটি বিরহী নীল পাখী পাখার ঝাপটে এ জীবনে ঝড় এনে দেয় :

তা' হ'লে—

হে ঝড়!

হে পাখী!

আমাকে সেদিনের সাড়া দাও : শান্তি দাও : সমৃদ্ধি দাও :

আর এক নতুন জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করো : সুসংবদ্ধ করো :

ঢাকা, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ৫৮

সামুদ্রিক ঝড়ের জন্যে

যে জীবন চটকদার প্রাচুর্য থেকে অনেক—অনেক দূরে
কোনো এক অরণ্য অবকাশে অজ্ঞাত :
যে জীবন প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো গভীর গবেষণায় রত
ভগ্ন স্তূপের অবহেলিত করুণ-কীর্তি দেখে অবাক আর হতবাক্ :
যে জীবন এ পালিশ করা সভ্যতা থেকে একান্ত নিরালা দ্বীপে নির্বাসিত :
সে জীবন তীরে যদি কোনো এক ঝড়ো দিনের পাখীরা গান করে
আর ডানার ঝাপ্টায় ঝড় তোলে
আর এ নিঃসংগ দুর্যোগ দিনে যদি অসোয়াস্তির অবকাশ আনে :
তা' হ'লে—
আমার অসংগতি সম্পন্ন জীবনের এ অপ্রস্তুত মুহূর্তে
কোনো এক কালো সমুদ্রের ভয়ংকর গর্জন আনো :
এ জীবনের এ নিঃসহায় দিনে
কাল বৈশাখীর ধ্বংস-লীলার ঝড়-ঝঞ্ঝা আনো :
আমাকে একাকী আরো একাকী ধুঁকে ধুঁকে মারো :
এই পৃথিবীতে আর একটি পৃথিবীকে চেয়ে যদি অভিশপ্ত হ'য়ে থাকি :
আর এক নতুন পৃথিবীর জন্যে
এ জীবন ও মন যদি উন্মন হ'য়ে থাকে :
আর এক মাটি মানুষ আর আকাশের আহবান
যদি আমাকে উন্মাদ করে থাকে :
আমাকে অস্থির অচৈতন্য করে থাকে :
সে দিনের জন্যে
হে আকাশ!
হে আত্ম-বিস্মৃত আকাশ!
আমাকে এক নতুন সূর্যের আলোকে পুলকিত করো :
এ জীবনের অন্ধকার গহ্বরে নতুন আলোর বান আনো :
হে আকাশ!
তোমার তারার বন্দরে জনতার নতুন জীবনের কোলাহল
পাখীর কণ্ঠ-ভরা গান আর ফুলের সুঘ্রাণে

যদি কোনোদিন আশা-ভরা ভালোবাসা আনে ঃ
এ পৃথিবীতে যদি কোনো এক নিষিদ্ধ দেশ থেকে বহ্নি-বিদ্যুতের চমক লাগে ঃ
আর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আতলান্টিকের বুকে কোনো দিন যদি সামুদ্রিক ঝড় ওঠে ঃ
আমার এই নিরালা বন্দী দ্বীপে যদি সেই ঝড় এ জীবনে শিহরণ আনে ঃ
তা' হ'লে—
হে আকাশ!
হে সাগর!
তোমরা আমার এ জীবনে
সেই বহু আকাংখিত সামুদ্রিক ঝড় দাও ঃ
আরো অদ্ভুত আলোড়নে
আমাকে এক সূক্ষ্ম অনুভূতি দাও ঃ আমাকে মুক্ত প্রাণ ঃ মুক্ত জীবনের অধিকারী করো ঃ
হে আকাশ!
কতো ঝড় গেলো—এলো
কতো সামুদ্রিক ঝড়ে
আমাদের নিঃসহায় জীবনকে
আরো অসহায় করে গেলো ঃ
কিন্তু,
হে আকাশ!
আমাদের এ জীবনে এলোনা কোনো এক ভাঙা-গড়া সামুদ্রিক ঝড়ের প্রচণ্ড বিকাশ ঃ
এ নিঃস্ব মাটি আর মানুষের উত্তপ্ত জীবনে এলোনা আশার আকাশ ঃ
হে আকাশ!
আমরা রচব এক ভালোবাসার দেশ
আমরা গা'ব নতুন জীবনের গান
আমরা ওড়াব এক নতুন পৃথিবীর জয় নিশান
হে আত্ম-বিস্মৃত আকাশ!
তুমি আজ আমাদের সাথে আনো
আর এক নতুন সূর্যের আলোর বান
মানুষের জীবনের জয় গান ঃ

ঢাকা, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ৫৮

একটি পাখীর প্রতি

হে পাখী !
আমার জীবনে এনেছ তুমি এক স্বপ্ন-ভরা রাত :
আমার জীবনে এনেছ তুমি এক স্নিগ্ধ-সুরভি প্রভাত :
আমার নয়নে ভেসে আসে কোনো এক পুলক-ভরা বসন্তের
ফুল-হাসা দিগন্তের পল্লবিত সবুজ পাতারা
আমার স্বপনে সোহাগ দিয়ে যায়
আর এক দখিনা বাতাসের মলয়-মধুর দিনেরা
আমার প্রাণের পুষ্প-বীথিকায় কোনো এক বিরহী পাখী চঞ্চল শিহরণ দিয়ে যায় :
আর
হে পাখী !
আর একটি অনুভূতি-ভরা দিনের কন্যা
আমার উষ্ণ-হিয়ায় প্রাণ-বন্যায় পুলক জাগায় :
হে পাখী !
তুমি যদি বাসা বাঁধো এ মরু-অরণ্যের ঝরা-পত্র শাখায় :
তুমি যদি আশা আনো এ মরু-শুষ্ক সাহারায় :
হে পাখী !
তুমি যদি গান গাও কোনো এক শিরীণ-কণ্ঠ প্রিয়ার :
হে পাখী !
তুমি যদি ভালোবেসে থাকো নির্বাসিতা সীতার মতো
কোনো এক দৃঢ়-চিত্ত নায়কের অংগীকার :
তুমি যদি এনে থাকো সাবিত্রীর মতো মমতা সন্নত জীবনের স্বীকার :
তা'হ'লে—
হে পাখী !
এ বীর বাহুতে আনিয়ো তুমি আর এক বুক-ভরা ভালোবাসা দিনের আহ্বান :
স্বপ্ন-বাসরে অজানা আকুতি-ভরা জীবনে নতুন আলোর বান :
তোমার যা' কিছু দান : আর ঝর্ণাসম সিঞ্চিত প্রাণ :
তারপর—
হে পাখী !

কোনো দিন যদি তোমার পালকের পুলকে এ জীবনে এনে দেয়
উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদের মতো এক অজানা শ্রাবন প্লাবন :
এ জীবন-তরী যদি ডুবে যায় কোনো এক বিরহী নদীর বাঁকে :
তা'হ'লে—
হে পাখী!
সেদিন সযত্নে নিয়ো এক অক্ষম জীবনের যা'কিছু অবদান :
সেদিন রেখোনা হে পাখী এ জীবনে এতোটুকু ব্যবধান :
হে পাখী!
কতো আশা কতো স্বপ্ন কতো ভালোবাসার গান
এ জীবন তীরে একান্ত আত্মভোলার মতো এনে দিয়ো বৈশাখী বন্যার বান :
হে নীল পাখী!
এ জীবন যেন চিরদিনের জন্যে হয় সোনা-ভরা রোদের সমান :
হে পাখী!
এ জীবনে গেয়ে যাব নব জীবনের গান :
ওড়াব ভালোবাসা দিনের জয় নিশান :

ঢাকা, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ৫৮

হে নায়ক

[কোনো নির্যাতিত মানবতার মুক্তি-দিশারীকে উদ্দেশ করে]

কোনো এক ব্যর্থ বিষাদ দিনে
কোনো এক বিপর্য্যয় বিষণ্ন জীবনের একান্ত ফেরারী সংঘাত ক্ষণে ঃ
তুমি এলে
এ জীবনের নায়ক হ'য়ে
আর বল্‌লে
ওহে চাঁদ হারা ছেলে!
তুমি আগুনের খেলা খেল্‌ছ যে
হয়তো পুড়ে যাবে
নয়তো নিখোঁজ হ'বে ঃ
আমার দিগন্ত সেদিন দুর্যোগ-ভরা মেঘাচ্ছন্ন বোবা আকাশের মতো নির্ভীক নিশ্চল ঃ
আমার সংগ্রামী জীবন সেদিন সাইক্লোনে আক্রান্ত কোনো আতংকিত দিশেহারা পাখীর মতো

এম্‌নি
এক এদিনে
আমি চেয়ে দেখি
হতবাক্‌ হ'য়ে চেয়ে দেখি
চোখের জ্যোতিকে সন্দেহ করে আমি পুনঃ পুনঃ চেয়ে দেখি
তুমি কে এলে
তুমি কে এলে
এ ছন্ন-ছাড়া জীবনে এতো সাড়া নিয়ে
তুমি কে এলে
হে নায়ক!
হে প্রেরণা দায়ক!
হে আমার বিদ্যুৎ-শক্তির বাহক!
তুমি কে এলে
তুমি কে এলে

এ অভিশপ্ত জীবনে
এতো অনুভূতি এতো দরদ ঢেলে দিলে :
হে আমার দিনের দীপ্ত সূর্য!
হে আমার রাতের দিশারী আকাশ!
তুমি কে এলে
তুমি কে এলে
এ জীবনে সোনা-ভরা রোদের আলো ছড়িয়ে দিতে প্রয়াস পেলে :
আলো ঝল্‌মল্‌ দিনের জন্যে প্রেরণা দিলে : প্রাণ প্রাচুর্যের প্লাবন দিলে :
হে নায়ক!
যে জীবন চাঁদের আলো দেখেনি
যে জীবন ভালোবাসার ছোঁয়াচ পায়নি
যে জীবন মানুষের মমত্ববোধ থেকে বঞ্চিত
যে জীবন স্বপ্ন সংঘাত আর সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত :
সে জীবনে এলে তুমি কোনো এক বিয়াবানের ভিস্তিওয়ালা হ'য়ে :
কোনো এক নোঙর-ছেঁড়া নৌকার নাবিক হ'য়ে :
তারপর—
হে নায়ক!
এ জীবন যদি কোনো দিন হাতের মুঠোয় চাঁদের আলো পায় :
এ জীবন যদি কোন এক তারার বন্দরে আকাশ নাবিকের মতো উন্নত-শিরে
নিশান ওড়াতে শক্তি পায় :
সেদিন
হে নায়ক!
ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা স্বর্ণাক্ষরে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে :
কোন এক বিজয়ী বীরবাহু
কোনো এক বিদ্যুৎ-শক্তির বাহককে চিরদিনের জন্যে অবিস্মরণীয় করে রাখ্‌বে :
আর কোনো এক নতুন পৃথিবীর মানুষেরা
হে নায়ক তোমার প্রতি নতশিরে শ্রদ্ধা ভরে সালাম জানাবে :

হে নায়ক !
মানুষের জীবন আজ বড় ভয়াবহ
মানুয়ের অধিকার নানাভাবে লাঞ্ছিত
মানুষের বঞ্চিত বুকে অগ্নি-অভিযোগ :
হে নায়ক !
আমরা চেয়েছি এক নব উত্থান
আমরা চেয়েছি এক নতুন আলোর বান
আমরা ভালোবেসেছি এক নতুন চাঁদের আলো
আমরা বাঁচ্‌তে চাই
এ জীবনে জ্বাল্‌তে চাই
নতুন চাঁদের আলোর রোশ্‌নাই :

ঢাকা, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ৫৮

কোনো উৎসবের দিনে

মানুষের জীবনে কান্না হাসির অদ্ভুত আলোড়ন ঃ
এসেছে আজ উৎসবের নামে কংকাল জীবনে অশ্রুর প্লাবন ঃ
মানুষ হাসিতে পারেনা
মানুষ চোখে চোখে চাহিতে পারেনা
মানুষ হাতে হাত রাখিতে পারেনা
মানুষ বুকে বুক মিলাতে পারেনা
মানুষ হ'য়েছে আজ এজিদের অত্যাচারে ম্রিয়মান মুহ্যমান ঃ একান্ত আন্‌-চান প্রাণ ঃ
মানুষ হ'য়েছে আজ শংকা-ভীত জীবনে শকুনি আর শ্বাপদের শিকার ঃ
তবু্‌ আসে
উৎসব আসে
আনন্দের আহবান আসে
চাঁদ ভাসে এ জীবনের কংকাল মুহূর্তে ঃ
আমরা আকাশের দিকে চাই
উৎসবের কথা বেতারে শোন্‌তে পাই
সংবাদ পত্রে দেখ্‌তে পাই ঃ
নেতাদের মুখে বক্তৃতার ভেল্‌কি বাজিতে জান্‌তে পাই ঃ
শুনি ঃ
উৎসব এসেছে
আনন্দ এসেছে ঘরে ঘরে
নতুন জীবনের রোশ্‌নাই জ্বল্‌বে দীলে দীলে ঃ
প্রিয়ার প্রদীপ জ্বল্‌বে দেউলে দেউলে ঃ
আমরা পুলকিত হই
আর একটু ভেবে
এ কংকাল জীবনের কথা স্মরণ করে নিশ্চুপ রই ঃ
আমরা একান্ত অসহায় হই
অবাক হই
আশ্চর্য রকম সব কথা সই ঃ

এ দেশের অগণিত জনতা জীবনে
সত্যি কি উৎসব এসেছে
সত্যি কি আনন্দের ঢেউ লেগেছে
চোখে মুখে হাসির ফুল ফোটেছে ঃ
না'তো
আজো আসেনি আমাদের জীবনে খুশির তাগিদ ঃ
আজো আসেনি আমাদের জীবনে আনন্দের গীত ঃ
আজো আসেনি আমাদের জীবনে প্রিয়ার প্রাণ-বন্যার সংগীত ঃ
আমাদের এ অন্ধকার জীবনে আনন্দ এলোনা ঃ
আমাদের এ মুমূর্ষু জীবন মানবতার মমত্ববোধ পেলনা ঃ
তবুও,
আমরা বুক বেঁধে থাকি
আর এক রঙীন দিনের সোনালী স্বপ্নে হাসি আর কাঁদি ঃ
আর এক নতুন দিনের আশায় অশ্রু-জলে ভাসি ঃ
জনতা জীবনে উৎসবের উন্মাদনায় হাসি ঃ
হে নিষ্ঠুর দিন !
হে কংকাল দিন !
হে হিংস্র ভয়াল দিন !
আমাদের জীবন আজ উৎসব হীন
আমাদের জীবন আজ আনন্দ হীন
আমাদের জীবন আজ অন্ন হীন
আমাদের জীবন আজ বস্ত্র হীন
আমাদের জীবন আজ রোগে-শোকে বিশীর্ণ মলিন ঃ
আমাদের জীবন আজ মৃত্যুর পথে
আমাদের লড়াই আজ এজিদের সাথে
আমাদের শত্রু হে শাদ্দাদের
আমাদের হে শ্বাপদেরা !
তোমরা সাবধান হও ঃ হুশিয়ার হও
আমাদের এ রক্তহীন জীবনে
আমাদের এই মৃত্যু-মরা জীবনে

আর এক বহ্নি-বন্যার ঝড়-তুফানে
তোমাদের খতমের খাতা মিলাও :
আর
হে জনতা!
হে হাতিয়ার!
তোমরা আর এক নতুন পৃথিবীর মানুষের জীবনে
উৎসবের জয় গানে আগমনী গান গাও :

কল্‌কাতা, ২১শে আষাঢ়, ৫৮

হে শ্রাবণ

হে শ্রাবণ!

তোমার আকাশ আজ আলোকহীন অন্ধকার স্তব্ধ

যুদ্ধে নিহত হঠাৎ সংবাদ প্রাপ্তা স্বামী-হারা যুবতী কন্যা-বধূর মতো

তোমার আকাশ থেকে অশ্রু-বারি ঝর্‌ছে বিরহী বিধবার চক্ষুর পানির মতো

তোমার মুষল-ধারা যেন সন্তান-হারা মাতার অবিরাম অশ্রু-বারির মতো :

হে শ্রাবণ!

তোমার আকাশ থেকে অশ্রু-বারির প্লাবন

আমাদের নিঃস্ব জীবনে এনে দেয় শ্মশান-স্মৃতির এক অদ্ভুত শিহরণ :

আমাদের দিগন্ত-হারা দিনে এনে দেয় অনেক দিনের বিস্মরণীয় প্রাণ-প্রিয়ার

বিদীর্ণ জীবনের বিরহী চঞ্চল আলোড়ন :

হে শ্রাবণ!

তুমি নিয়ে এলে

আমাদের জীবনে অশ্রুর প্লাবন :

তুমি কেঁদে গেলে

বারে বারে

বরষে বরষে

যুগে যুগে

মানুষের নতুন জীবনের জন্যে

চেয়ে গেলে পুলকিত প্রাণ : শ্রাবণ প্লাবন-বন্যার বান :

তুমি পিনাক পানির ডমরু বাজালে গেয়ে গেলে মানুষের জীবনের জয় গান :

কিন্তু,

আমাদের বিশীর্ণ জীবনে এলোনা শ্রান্ত-ক্লান্ত দিনের অবসান :

হে শ্রাবণ!

আমরাও কেঁদেছি কতো

আমরাও অশ্রু-বারি ফেলেছি কতো

আমরাও নিদাঘ-তিয়াষায় তোমাকে আকুতি-ভরা আহ্বান জানায়েছি কতো

এ জীবনের জীর্ণ-শীর্ণ দিনগুলির নিষ্পেষনে চক্ষু জলে ভেসেছি কতো :

কিন্তু,
হে শ্রাবণ।
আমাদের জীবনে আজো এলোনা নতুন জীবনের প্লাবন :
আমাদের ভুখা-মরা দিনগুলি কেবলই নিক্ষেপ করছে নিষ্ঠুর ভয়াল দিনের
বিষাক্ত ধনুকের বাণ

হে শ্রাবণ।
বছরে বছরে আস তুমি
পানির প্লাবনে পুলক আনো জানি
মানুষের জীবনে বিরহ দিয়ে যাও
মানুষের জীবনে শিহরণ এনে দাও
মানুষের দিগন্তে কতো আশার মশাল জ্বালাও :
কিন্তু,
হে শ্রাবণ।
তুমি শতাব্দীর সংগ্রামে আজো আনতে পারনি মানুষের জীবনে প্রাচুর্যের প্লাবন :
আজো প্রাণ-মাতানো শ্রাবণ-প্লাবন কেবল আমাদের এ কংকাল জীবনে
কাব্যের কথন:

হয়তো পানির প্লাবন
হয়তো স্বামী-হারা কন্যার ক্রন্দন
হয়তো বন্ধ্যা ধরণীর উপর দস্যুর ধর্ষণে অশ্রু-বারির প্লাবন :
হে শ্রাবণ।
তোমার আকাশে আসুক প্রাণের প্রাচুর্য
তোমার বাতাসে ভাসুক বিপ্লবের গান
তোমার পৃথিবীতে আসুক জনতার জয়গান :

কলকাতা, ১লা শ্রাবণ, ৫৮

শান্তির জন্যে

আমি এক শান্তির সৈনিক
আমার সংগ্রাম আজ যুদ্ধবাজের সংগে
আমার লড়াই আজ সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রী ফ্যাসিষ্ট দালাল-দস্যুর বিরুদ্ধে
আমার যুদ্ধ আজ জার্মান জাপান আর ইরাণের জনতার দুশ্‌মনের সাথে
আমার অস্ত্র আজ চক্‌মক্ কর্‌ছে ট্রুম্যান এট্‌লি আর চিয়াংয়ের ষড়যন্ত্রের
প্রতিশোধের জন্যে
আমার পতাকা পত্‌পত্ কর্‌ছে দেশে দেশে জনতার শান্তির সংগ্রামে
আমার পতাকা ওড়বে হিমালয় শৃংগে
সারা পৃথিবীর সংগ্রামী মানুষের সম্মুখে ঃ
আমি এক শান্তির সৈনিক
আমার সংগ্রামী সৈনিক বন্ধুরা
দেশে দেশে শান্তির জন্যে সংগ্রাম কর্‌ছে
কোরিয়া থেকে পারস্যে জনতার জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে ঃ
রাশিয়া থেকে চীনে
ইউরোপ থেকে এশিয়ায়
মানুষের জীবনের জয় গানে
সারা পৃথিবীতে শান্তির আন্দোলন জোরদার হচ্ছে ঃ
আর সমস্বরে শোনা যাচ্ছে ঃ
আমরা শান্তি চাই
আমরা বাঁচতে চাই
আমরা যুদ্ধ চাই না ঃ
হে আমার হতভাগ্য দেশ !
হে আমার নির্যাতিত জনতা !
হে আমার নিরন্ন ভাই বোনেরা !

তোমরা কি
যুদ্ধ চাও
দুর্ভিক্ষ চাও
এটম বোমায় ধ্বংস চাও ঃ
তোমরা কি
সাম্রাজ্যবাদী শয়তান ট্রুম্যানের পদানত হ'তে চাও
ধনতন্ত্রী এমেরিকার খাস গোলামখানার কয়েদী হ'তে চাও ঃ
হে আমার শান্তির সৈনিক বন্ধুরা!
তোমরা বিষাণ বাজাও নিশান ওড়াও
মানবতার জয়গান গাও ঃ
আর
হে মেহনতি জনতা!
হে মাঠের কৃষক!
হে কারখানার শ্রমিক!
তোমরা শান্তির জয়গান গাও
সাম্রাজ্যবাদী এমেরিকার মুখোশ খুলে দাও
আর শক্ত হাতের মুঠোয় শান্তির নিশান ওড়াও ঃ
বীর সৈনিকের সমস্ত শক্তি নিয়ে উন্নত-শিরে দৃঢ়-কণ্ঠে ঘোষণা করো ঃ
আমি এক শান্তির সৈনিক
আমার সংগ্রাম আজ শান্তির জন্যে
আমার সংগ্রাম আজ মানবতার জন্যে
আমার সংগ্রাম আজ জনতার জয়গানের জন্যে ঃ

কল্‌কাতা, ৪ঠা শ্রাবণ, ৫৮

একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা

ইতিহাসের একটি করুণ ছেঁড়া-পাতা
যুবতী বিধবার ম্লান হাসির মতো বেদনা সন্নত বনেদী পম্পাই নগরীর কথা
আমাদের স্মৃতিতে বারে বারে ভেসে আসে এক অদেখা রঙীন স্বপন পুরীর উচ্ছৃঙ্খল
বিলাসী জীবনের বিহ্বলতা :
আমরা বনেদী পম্পাই নগরীর কথা ভাবি
আর
আগুন আর লাভা বিচ্ছুরিত ভয়ংকর বিস্যুবিয়সের ধ্বংস-লীলার কথা স্মরণ করে
শিহরিয়ে উঠি :
এ জীবন কতো দিন কতো বার বিস্যুবিয়সের কথা ভেবেছি
বনেদী পম্পাই নগরের বিলাসী জীবনের ধ্বংস-লীলার কথা বহুবার স্মরণ করেছি :
আমরা চেয়ে দেখি
বিবেকের ভীষণ দংশনে ভেবে দেখি
এক বনেদী পম্পাইর পিছু অনুসরণ করে বহু বনেদী পম্পাই আজ বিলাসের
বেসাতি নিয়ে বেশ বড়াই আর বাড়াবাড়ি কর্‌ছে :
আজ্‌কের দিনের পম্পাই লণ্ডন প্যারী নিউইয়র্ক নিউদিল্লী কল্‌কাতা করাচী এ সব
নগরীতে পেয়েছে ঠাঁই :
এ সব পম্পাই নগরীতে বিলাসের বেসাতি দিন দিন বেড়ে চল্‌ছে
বিকৃত যৌন-আবেদনে নগ্ন-নর্তকী আর দেহ-বিকি-কিনির পসারিনীরা
নীলপরী লালপরী সেজে রঙীন জৌলুসে সৌখীন পম্পাইর সোহাগ-সুখের কথা
ঘোষণা কর্‌ছে :
সাম্রাজ্যবাদের শঠতায়
বিলাসী লোলুপ-জীবনের রঙীন নেশায়
আজ্‌কের পম্পাই নগরীর বিলাসীরা বেহুস হ'য়ে র'য়
আত্ম-বিস্মৃত জীবনের পুরাতন পম্পাইর ধ্বংস-লীলার ঐতিহাসিক কথা
বিস্মরণীয় হ'য়ে যায় :

হয়তো আস্‌তে পারে আর এক ধ্বংস বন্যা
হয়তো এক পম্পাইর পরে শত পম্পাই ধ্বংস বন্যায় ভেসে যেতে পারে
হয়তো বিস্যুবিয়সের আগুন আর লাভা অকস্মাৎ বিচ্ছুরিত হ'তে পারে
হয়তো এক বিস্যুবিয়স শত বিস্যুবিয়স হ'য়ে শক্তি সঞ্চালন করতে পারে :
অতএব
হে নতুন পম্পাই নগরীর বিলাসীরা !
হে আত্ম-বিস্মৃত বুর্জোয়া ধনতন্ত্রীরা !
হে মাতাল-মত্ত নট-নটী আর রাজ-রাজারা !
তোমরা সাবধান হও : হুশিয়ার হও :
তোমাদের ধ্বংস-লীলার দুর্দিনের কথা ক্ষণিকের জন্যে স্মরণ করো :
মানুষের মরা-লাশের উপর নৃত্য থামাও :
তোমরা মানুষের মরা-লাশের উপর দাঁড়ায়ে
অর্থ বলে ক্ষমতার দাপটে বিলাস ব্যসনে যা' ইচ্ছে তা' করছ :
বারবনিতার জৌলুস-জীবনে আর রঙীন শরাবে নিজেদের স্বর্গ-সুখ
বেশ করে উপভোগ করছ :
শোনো :
আর সেদিন বেশী দূরে নয়
শত বিস্যুবিয়সের আগুন আর লাভায় আস্‌বে এক নতুন ধ্বংস বন্যা
আর এক নতুন ভূমিকম্পের আলোড়ন
তোমাদের বিলাসী জীবনে আন্‌বে আতংকের শিহরণ : মৃত্যুর সমন :
অতএব
এখনো সময় আছে
এখনো উপায় আছে
হে নতুন পম্পাই নগরীর আত্ম-বিস্মৃত বিলাসীরা !
সাবধান হও : হুশিয়ার হও :
শত বিস্যুবিয়সের ধ্বংস-লীলা থেকে জীবন বাঁচাও :

কলকাতা, ২৬শে শ্রাবণ, ৫৮

অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের কবিতা

আমার বিহংগ মনের ডানা-ভাঙা মুহূর্তেরা এ জীবন আকাশে চেয়েছিল
নতুন সূর্যের আলোর বান
নতুন চাঁদের জোছ্‌নার প্লাবন
নতুন তারার ঝল্‌মল্‌ আলোড়ন ঃ
কিন্তু,
আমি চেয়ে দেখি
আজো একান্ত ভাবে গভীর রাতে জেগে দেখি
দিন আর রাতের আকাশে নেই
আমার আকাংখার এতোটুকু অবদান
চন্দ্র-সূর্য-তারারা যেন ম্রিয়মান নিষ্প্রাণ ঃ নিঠুর আঘাতে মুমূর্ষু প্রাণ ঃ
এ জীবনের বিষ-বৃক্ষ থেকে চেয়ে ছিলাম মুক্ত প্রাণের স্বীকার
এ জীবনের শ্মশান-শব থেকে চেয়ে ছিলাম বাঁচার অধিকার ঃ
কিন্তু,
সবই যেন মনে হয় নির্মম নিয়তির পরিহাস
এ নিঃস্ব জীবনের কংকাল মুহূর্তেরা আগুনের চাবুকে
আমার অসহায় অশ্ব-সওয়ার জীবনে কর্‌ছে অশ্রুর প্রপাত
আমার বিহংগ মনের ডানা-ভাঙা মুহূর্তেরা বারে বারে নিয়ে যায়
কল্পনার কোকিল-কণ্ঠ-ভরা দিনের প্রত্যাশায়
আমার জীবনের নিঃস্ব দিনেরা বারে বারে শিহরণ এনে দেয়
কোনো এক মরু-বলাকার পুলক-ভরা প্রণয়-মধুর সোনালী দিনের আশায় ঃ
এ জীবন যদি নিঃশেষিত হ'য়ে থাকে মরু-বেদুইনে মতো উচ্ছৃঙ্খলার উন্মাদনায়
এ জীবন যদি মুমূর্ষু হ'য়ে থাকে আর এক আশার আকাশের প্রত্যাশায়
এ জীবন যদি রিক্ত হ'য়ে থাকে কোনো এক শরতের স্নিগ্ধ-সুরভির একান্ত বাসনায়
এ জীবন যদি অভিশপ্ত হ'য়ে থাকে মানুষের মমত্ব বেদনায় ঃ
তা'হ'লে—
হে আমার ডানা-ভাঙা মুহূর্তেরা।
হে আমার মুমূর্ষু দিনেরা।

তোমরা আমাকে আর কাঁদায়োনা :
আর অশ্রু-বন্যায় ভাসায়োনা :
তোমরা আমাকে হাস্‌তে দাও :
এ জীবনে বাঁচ্‌তে দাও :
নতুন চন্দ্র-সূর্য আর তারার আলোকে
এ জীবনটা একটু উপভোগ কর্‌তে দাও :

এ জীবনে আছে অনেক অপঘাত
এ জীবনে আছে হাজারো সংঘাত
এ জীবনে আছে বিষাক্ত দিনের প্রতিরোধ
এ জীবনে আছে কারুণের ক্রুদ্ধ-প্রতিশোধ

আজ এ অভিশপ্ত জীবনে অভিযোগ জানাই :
মানুষের নতুন জীবনের অধিকারে চাই :

কল্‌কাতা, ৯ই ভাদ্র, ৫৮

শরৎ ঋতুকে স্মরণ করে

শরৎ ঋতু এলো—
তোমার শ্যামল অংগে নাকি অপরূপ রূপের জোছ্‌না ঝল্‌মল্‌ কর্‌ছে :
তোমার যৌবন নাকি উছ্‌লে উপ্‌চে পড়্‌ছে :
কোথায়
আমরা এ যুগের মানুষেরা চেয়ে দেখি
তোমার যৌবন
তোমার রূপের প্লাবন
সব কিছুই যেন বিশীর্ণ ভারাক্রান্ত রোগাটে মতো :
আমাদের জীবন অশ্রু-বন্যায় সন্নত :
আমাদের জীবনে আসে শরৎ ঋতু
আমাদের জীবনে আসে বর্ষার পরে বহু প্রতীক্ষিত চাঁদের-সেতু
আমরা একটু পুলকিত হই
শরতের জোছ্‌না-জোয়ারে অচেতন মুহূর্তে সচকিত হই :
তারপর—
চেয়ে দেখি
নিজের জীবনে ভেবে দেখি
শরতের স্নিগ্ধ-সুরভির কথা ক্ষণিকের জন্যে অনুভব করে দেখি
আমেজ আর আরাম নিয়ে কতো কল্পনার ছবি আঁকি
শরতের স্নিগ্ধ-সুরভির আশায় আমাদের সোনালী দিনের স্বাচ্ছন্দের কথা স্মরণ করি :
কতো সুদিনের স্বপ্ন নিয়ে উতলা হ'য়ে থাকি :
হে শরৎ !
তোমার রূপের আছে হয়তো অসম্ভব আকর্ষণ
তোমার বাতাসে আছে হয়তো অদ্ভুত শিহরণ
তোমার শিশিরে আছে হয়তো প্রিয়ার প্রেম-অশ্রু-জল
তোমার ফুলে আছে হয়তো বিহগীর কণ্ঠ-ভরা-গান
তোমার আবির্ভাব হয়তো অনিন্দ্য-মহান :

তুমি শরৎ হয়তো শ্মশানে শান্তির মহাসমারোহ
তোমার নব-রূপ প্রকাশে আমাদের জীবনে আস্‌বে হয়তো নতুন দিনের সম্মোহ ঃ
হে শরৎ !
তুমি আস
আমাদের জীবনে নিয়ে আস
তোমার স্নিগ্ধ-সুরভি দিনের দান
তোমার জোছ্‌না-জোয়ারে আলোর বান ঃ
আমাদের জীবনকে সঞ্জীবিত করো ঃ আলোকিত করো ঃ
আমাদের নিঃস্ব জীবনে তোমার প্রাচুর্যে প্লাবন আনো ঃ
তোমার শ্যামল অংগ হোক্‌ শরতের সুষমা-দীপ্ত যৌবন বন্যা
তোমার মানুষেরা হোক্‌ প্রাণ-চঞ্চল জীবনে পাগল-পারা ঃ
কতো আশা কতো স্বপ্ন নিয়ে
হে শরৎ !
তোমাকে স্বাগতম্‌ জানাই
আমাদের জীবনে আনো নতুন দিনের রোশ্‌নাই ঃ

কল্‌কাতা, ১৬ই ভাদ্র, ৫৮